ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 September, 2019 ■ আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৩০ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শহর কাঁপাল বাম যুবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার' এবং কাজের দাবিতে বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ সোমবার আগরতলা কাঁপিয়ে মিছিল সংগঠিত করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে জমায়েতে হয়ে বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। 'মিথ্যা প্রতিশ্রুতি' দিয়ে ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে জবাব দিতে আজ ময়দানে নেমেছেন যুবরা, দাবি করেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব। টিওয়াইএফ রাজ্য সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মার কথায়, রাজ্যের মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই মাঠে নেমেছি।

বামপন্থী যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ-এর উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল ও জমায়েতে আজ সারা রাজ্য থেকে কর্মীরা যোগ দিয়েছেন। ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, হাজারো প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন যাঁরা, আজ বেমালুম তাঁরা সেটা ভুলে গেছেন। তাঁর কটাক্ষ, প্রতিবছর ৫০ হাজার চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্বাচনের আগে। কিন্তু, আজও যুবক-যুবতীরা বেকার হয়ে ঘুরছেন। বরং অনেকের ঘাড়ে এখন চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের খড়গ ঝুলছে। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর কর্মসংস্থান আরও সংকুচিত হয়েছে। ফলে, চারিদিকে হাহাকার চলছে। সাথে যোগ করেন, ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদেরও কোনও কিনারা করছে না রাজ্য সরকার। অথচ, নির্বাচনের আগে তাঁদের জন্য সংবিধান মেনে বিকল্প পথ খুঁজে বের করা হবে বলে

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

যুব সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক বলেন, গত ১৮ মাসে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের শাসনকালে রাজ্যের মানুষ ভাল অবস্থাতে নেই। তারা ক্ষমতায় এসে প্রথম আক্রমণ জানিয়েছিল সিপিএমের উপর। তারপর সেই আক্রমণ আছড়ে পড়ে সাধারণ মানুষের উপর। এখন তারা নিজেরাই বিভেদে জড়িত। আর কিছুদিনের মধ্যেই তারা অশান্তির কবলে পড়ে দাড়খার হয়ে যাবে। ভাল অবস্থাতে নেই তারাও সে কারণেই লড়াই সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে হবে। লড়াই সংগ্রাম ছাড়া কোন পথ খোলা নেই বলেও ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, বেকাররা যখন কাজের কথা বলছে, আমরা যখন ভিষণ ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতির পালনের কথা বলছি, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন টাকা নেই। বামফ্রন্ট সরকার নাকি অনেক ঋণ করে গেছে। আঠারো মাস কেটে গেছে, আরো ১৮ মাসের মধ্যে বর্তমান সরকার ভিষণ ডকুমেন্টের প্রতিশ্রুতি পালন না করলে সরকারকে ছুড়ে ফেলে মহাকরণ দখল করবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি, ভয়ভীতি, সন্ত্রাস উপেক্ষা করে পাড়ায়-পাড়ায়, বুথে-বুথে, সংগঠনকে শক্তিশালী করার ডাক দিয়েছে ডিওয়াইএফআই।

এদিন টিওয়াইএফ রাজ্য সম্পাদক অমলেন্দু দেববর্মা বলেন, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বামপন্থার বিকল্প নেই। ফলে, যাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে মুখ ফিরিয়েছেন, তাঁরা আবারও ফিরে আসবেন বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার আন্দোলন হোক চায় না। তাই, এসমা এনে শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি আদায়ে আন্দোলনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনের আগে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে। নইলে, এভাবেই আন্দোলন সারা রাজ্যে আছড়ে পড়বে।

কর্তব্যে গাফিলতির জন্য মনুবাজার থানার ওসি সহ তিন পুলিশ কর্মীকে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। কর্তব্যে গাফিলতির জন্য মনুবাজার থানার ওসি সহ তিন পুলিশ কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে পুলিশ একাউন্টিবিলিটি কমিশন। খুনের ঘটনায় মামলা নথিভুক্ত না করার অভিযোগ উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে।

গত ৩০ আগস্ট মনুবাজার থানাধীন মাগুরছড়ায় নিজ বাড়িতে রঞ্জিত দেবনাথের স্ত্রী ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়। ওই ঘটনায় তদন্তকারী অফিসার মনুবাজার থানার সাব ইনপেক্টর কালীপদ মামলা নিতে অস্বীকার করেন। ওই গৃহবধূর স্বামী রঞ্জিত দেবনাথ তার ভাই ও ভাতৃবধূর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ দায়ের করতে চেয়েছিলেন। রঞ্জিতবাবু মনুবাজার থানায় গিয়ে ওসি সমীর দেববর্মাকেও বিষয়টি জানিয়ে মামলা নথিভুক্ত করার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু, সাব ইন্সপেক্টর কালীপদরই মতই ওসি সমীর দেববর্মাও মামলা নিতে অসস্বীকার করেন। এদিকে, গত ১ সেপ্টেম্বর রঞ্জিত বাবু পুনরায় থানায় গিয়ে মামলা নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানান। তখনও ওই মামলা নেয়নি মনুবাজার থানা। তাতে, তিনি সাব্রুমের এসডিপিও সাথে দেখা করে সমস্ত বিষয় জানান। তখন সাব্রুমের এসডিপিও মনুবাজার থানার ওসিকে ওই মামলা নথিভুক্ত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে ওই মামলা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলে মনুবাজার থানার ওসি সহ সাব ইন্সপেক্টর কালীপদ এবং আরেকজন পুলিশ কর্মী ওই ঘটনায় তদন্ত করা সম্ভব নয় বলে জানান। তাদের দাবি, ওই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন।

এই ঘটনায় নিয়ে পুলিশ একাউন্টিবিলি কমিশন মনুবাজার থানার ওসি এবং অন্য দুই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া গাফিলতির প্রমাণ পেয়েছে। কারণ, সাব্রুমের এসডিপিও এবং দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপারের নির্দেশেও তারা মামলা নিয়ে তদন্ত করেনি। ওই তিন পুলিশ কর্মীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি হওয়ার ৭ দিনের মধ্যে জবাব দিতে পুলিশ একাউন্টিবিলি কমিশন নির্দেশ দিয়েছে।

মনু নদীতে নিখোঁজ ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। কৈলাসহর শ্রীরামপুর ব্রিজ সংলগ্ন মনু নদী থেকে উদ্ধার হল রবিবার দুপুর থেকে নিখোঁজ হওয়া চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র কিরণ দিগার এর মৃতদেহ। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে শুরু করে সোমবার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া পর্যন্ত কৈলাসহর থানায় অসহযোগিতার অভিযোগ করছেন স্থানীয় এলাকাবাসী। রবিবার দুপুর বেলা থেকে হঠাৎ করে নিখোঁজ হয়ে যায় শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ড কিনাইর চর এলাকার বাসিন্দা আলোমনি দীঘার এর ১০ বছরের ছেলে কিরণ দিঘার। রাত পর্যন্ত ছেলের কোন খোঁজ না পেয়ে অসহায় আলোমনি দীঘার এলাকাবাসীদের সাহায্যে কৈলাসহর থানার দ্বারস্থ হয় তবে কৈলাসহর থানার কোন ধরণের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী ।

সোমবার ভোর বেলা প্রাকৃতির কাজে যাওয়ার সময় হঠাৎই কিরণ দীঘার এর মৃতদেহ নদীতে ভেসে যেতে দেখেন এলাকার এক বৃদ্ধ। পরবর্তী সময় নিজেদের উদ্যোগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপূর্বের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে ঃ কাঠারিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার কাজ করছে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রতনলাল কাঠারিয়া। তাঁর দাবি, এই অঞ্চলকে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য।

প্রসঙ্গত, ধলাই জেলার আমবাসা টাউন হল-এ রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনায় সোমবার এক সামাজিক অধিকারিতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন নিগমের উদ্যোগে এবং ধলাই জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিপিএলভুক্ত প্রবীণ নাগরিকদের বিভিন্ন ধরনের জীবন সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি ও সামাজিক ন্যায় দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রতনলাল কাঠারিয়া। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরা এবং রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পরিমল দেববর্মা, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা, বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খল, অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক গোবেকর ময়ূর রতিলাল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় জলশক্তি ও সামাজিক ন্যায় দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী রতনলাল কাঠারিয়া বলেন, গরিব মানুষদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১৩০টি যোজনা রূপায়ণ করছে। এর মধ্যে এটি অন্যতম। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। তাঁর কথায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গরিব প্রবীণ নাগরিকবৃন্দ বিশেষ উপকৃত হচ্ছেন। সে-জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর দাবি, আগামী ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর ১৫০-তম জন্মজয়ন্তীতে সারা ভারত উন্মুক্ত শৌচকর্ম-মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসক বদলীর প্রতিবাদে মনুবনকুলে পথ অবরোধ এলাকাবাসীর। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

করিমগঞ্জের নিখোঁজ বালক ধর্মনগরে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। অসমের করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার অন্তর্গত কানাইবাজার স্টেশনে ত্রিপুরার আগরতলাগামী ট্রেনে উঠে পথভ্রান্ত হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল বছর দশের সাহিন উদ্দিন নামের এক বালক। অবশ্য নিখোঁজ হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কদমতলার স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে থানার হাতে সমঝে দেন। পরে ধর্মনগরের দেওয়ানপাশায় অবস্থিত চাইল্ডলাইন শিশুসুরক্ষা কমিটির হাতে তুলে দেয় কদমতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, নিত্যদিনের মতো ট্রেনে ভিক্ষা করতে কানাইবাজার স্টেশনে ট্রেন ওঠে আসিমগঞ্জের সোনাইরপাড় গ্রামের বাসিন্দা প্রয়াত আরিজ আলির ছেলে সাহিন উদ্দিন (১০)। আজ (সোমবার) পুলিশের কাছে সে নাকি বলেছে, গতকাল সে কানাইবাজার রেলস্টেশন থেকে শিলচর-আগরতলা একটি ট্রেনে ওঠে ভিক্ষা করার জন্য। ট্রেনটি অসম পেরিয়ে ত্রিপুরার প্রবেশদ্বার চোরাইবাড়ি রেলস্টেশনে পৌঁছলে সে ট্রেন থেকে নেমে পড়ে। তার পর একটি অটোরিকশায় চেপে কদমতলা বাজার এলাকায় চলে যায় সে। সেখানে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে স্থানীয় মানুষ তাকে আটক করে জেরা করে তার মুখে সব শুনেন। রাত হয়ে যাওয়ায় জনৈক ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন তার। পরের দিন আজ সকালে তাকে কদমতলা থানায় নিয়ে সমঝে দেন স্থানীয়রা। কদমতলা থানার পুলিশ তাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজার ইন্ডিয়ায় আগুন অল্পেতে রক্ষা উদয়পুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ সেপ্টেম্বর।। অগ্নিকান্ড থেকে অল্পেতে রক্ষা পেলো উদয়পুর শহর। ঘটনা সোমবার বেলা আনুমানিক বারোটায় উদয়পুর বাজার ইন্ডিয়া নামক শপিং মলে। আর এতে শুরু হয় দৌড়ঝাপ। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীর কর্মীদের। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা শহরে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়,সোমবার আনুমানিক বারোটায় উদয়পুর বাজার ইন্ডিয়া শপিং মলের জেনারেটর মেশিন অতিরিক্ত চলার ফলে হিট হয়ে মেশিনে আগুন লেগে কালো ধোঁয়া বেরুতে থাকলে শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছে জল ঢেলে আগুন আয়ত্তে আনে। তবে জেনারেটর মেশিনটি কোনও ভাবেই বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছিলো না। অবশেষে দীর্ঘক্ষনের প্রচেষ্টার ফলে জেনারেটর মেশিনটি বন্ধ করতে সক্ষম হয় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। আগুন তেমন ভাবে না লাগলেও এবং এতে তেমন কিছু ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আগুন লাগার খবর চাউর হতেই শপিং মলে আসা ক্রেতাদের মধ্যে দৌড়ঝাপ শুরু হয়। এদিকে শপিং মলের ভেতরে থাকা এক যুবক অসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেবার মানসিকতাই মানুষকে সেবা করার সুযোগ করে দেয় ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর।। সেবার মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মিলে। পরিস্থিতি যত চ্যালেঞ্জিং, সেবার ক্ষেত্র তত বেশি সম্প্রসারিত এবং তা প্রমাণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক কঠিন পরিস্থিতি থেকে দেশকে তিনি নতুন দিশা দেখাচ্ছেন। রাজ্য সরকারও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথেই রাজ্যকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই এ পথে এগিয়ে যেতে হবে। আজ আগরতলার জিবি হাসপাতালে অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারের দ্বারোদঘাটন করে এভাবেই সেবার মানসিকতা নিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কথায়, মানুষকে সেবা করার জন্য কে কোন অবস্থানে রয়েছে তা মুখ্য নয়। সেবার মানসিকতাই মানুষকে সেবা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। তাঁর মতে, রাজনীতির অঙ্গনে থেকেও মানুষের সেবা করার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। তবে রাজনীতির এই ক্ষেত্রকে সেবামূলক মানসিকতায় ব্যবহার করতে হবে। তাঁর কটাক্ষ, রাজনীতির জন্য যারা এটা ব্যবহার করেন, তারাই নেতিবাচক সমালোচনার মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর দাবি, গঠনমূলক সমালোচনা সমৃদ্ধিশালী গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তা সকলেই অনুধাবন করতে পারবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৪-২০ সেপ্টেম্বর 'সেবা সপ্তাহ' উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। সেবা সপ্তাহে মানুষের সেবায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নামে এই ক্যানসার হাসপাতালটি সমর্পিত করতে পেরে তিনি খুশি ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৭৫ সালে ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত এই ক্যানসার হাসপাতালটি নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত করেছিলেন। এ-জন্য তিনি প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্তকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সময়ের চক্রে আজ অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো-সহ হাসপাতালটি মানুষের চিকিৎসার জন্য উন্মুক্ত হচ্ছে। ফলে, সময়ের সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁর মতে, এই সময়চক্রকে যারা বুঝেন না ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, মোদির সঙ্গে বৈঠক হবে কাল

কলকাতা,১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স): দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামীকাল দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকালের বিমানে দিল্লি উড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। রাজ্যের বিভিন্ন দাবি নিয়ে কথা বলতেই তাঁর এই দিল্লি সফর বলে নবান্ন সূত্রে খবর। এবার দেড় বছর পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে বলা হচ্ছে, ২০ তারিখ পর্যন্ত দিল্লিতে থাকতে পারেন তিনি।

নবান্ন সূত্রে খবর, দিল্লিতে একাধিক রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে তাঁর। তাঁদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করবেন বলে খবর। চলতি সপ্তাহেই বিদেশ সফরে রওনা হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। যার জেরে সময় পাওয়া নিয়ে অল্প বিস্তর সমস্যা থাকায়, প্রধানমন্ত্রী দফতরের পক্ষ থেকে প্রথমে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। পরে জানানো হয় আগামী পরশু বুধবার বিকাল সাড়ে চারটের সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতে, আবারও রাজ্যের বকেয়া ঋণ মুকুব, ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে রাজ্যকে দেওয়া কেন্দ্রের বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয় সহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী বলে সূত্রের খবর। এরআগেও রাজ্যের নাম পরিবর্তনের ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের ১২ জন সাংসদের একটি দল গিয়ে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। আর এবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে খোদ দেখা করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ তারিখ রাজ্যে ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে একাধিকবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী । কেন্দ্রের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর,১৬ সেপ্টেম্বর।। পিত্রা ছড়ায় প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়ে পাওয়া গেলো নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ। মৃত ব্যক্তির নাম অজিত ওরাও (৪০), পিতা ভাইয়ারাম ওরাও , ঝাড়খন্ড রাজ্যের ঘাগড়া থানার গুমঠ এলকার বাসিন্দা। কাজের সূত্রে গত তিনমাস ধরে উদয়পূরের পিত্রা এলাকার প্রিয়া ব্রিকস ইন্ড্রাস্ট্রিতে কাজ করে।

গত শুক্রবার সন্ধায় আরোও তিন জন সহকর্মী পিত্রা বাজারে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় অজিত। ঘরে ফিরে যায় নি অজিত। সহকর্মীরা অজিত ওরাও স্ত্রী লীলাবতী দেবী কে কে জানাই অজিত বাজারে রয়েছে। রাত গিয়ে শনিবার ও ঘরে (ব্রিকস ইন্ড্রাস্ট্রি)না ফিরলে খোঁজাখোঁজ করে কোথাও পাওয়া যায় নি। রবিবার পিত্রা ফাঁড়ি থানায় নিখোঁজ খবর জানাই পরিবারের পক্ষ থেকে। রবিবার সন্ধায় পিত্রা ছড়ায় মৃত দেহ পাওয়া যায় খবর পেয়ে গিয়ে দেখে অজিত ওরাও দেহ ছড়ার জলে পাথরের ভোল্ড্রর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে আগরতলায় বলেছেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। সোমবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা বলেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাসান মাহমুদ। তাঁর কথায়, যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে। তাই, ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়নে গভীরভাবে প্রয়াস নেবে বাংলাদেশ।

রাজ্যে সীমান্তহাট স্থাপন, আগরতলা-আখাউড়া রেলপথে সংযোগ স্থাপন, জলপথে ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আজ বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাসান মাহমুদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ড় হাসান মাহমুদের নেতত্বে ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল আজ মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। সাক্ষাৎকারকালে উভয়ের মধ্যে দু'দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, বিশেষ করে যোগাযোগ, শিল্প, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব মহাকরণে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাসান মাহমুদ-সহ প্রতিনিধি দলটিকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান এবং স্মারক তুলে দেন। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী দেব রাজ্যের চা পাতা রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তঃশুল্ক কমানো, রবার রফতানির ক্ষেত্রে সবধরনের রবার উৎপাদন সামগ্রীকে সুযোগ প্রদান করা, মংলা এবং চিটাগাঙ বন্দরের এসওপি-র কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং মনুঘাট ও মুহুরিঘাট ল্যান্ডকাস্টম স্টেশনের জায়গা সংক্রান্ত বিষয়াদির সমাধান দ্রুত সম্পন্ন করার আবেদন জানান। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাসান মাহমুদ এই কাজগুলি যাতে দ্রুত সম্পন্ন করা যায় সেই বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁদের দেশের সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রীদের গোচরে নিয়ে যাবেন বলে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে আগত পণ্যবাহী ট্রাকগুলি যাতে ডেস্টিনেশন টু ডেস্টিনেশন লোডিং আনলোডিং করতে পারে সে-বিষয়েও আলোকপাত করেন। এতে দু'দেশের ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার তা-ও বৈঠকে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাসান মাহমুদ জানান, ত্রিপুরা সফরে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আগরতলায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণ করা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমানে দু'দেশের সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতা পেয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরারও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কার্যসূচি গ্রহণ করেছে। এই দিবস পালনে ত্রিপুরা সরকার থেকেও যেন কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তার জন্য অনুরোধ করেন বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে আগরতলায় শহিদমিনার গড়ে তোলার জন্য ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজনীয় জায়গা দিলে বাংলাদেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৩৫ ▫ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ৩০ ভাদ্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ভাষার স্পর্শকাতরতা

দেশ জুড়িয়া হিন্দীর জয়গান। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় দেশ। নানা ভাষা নানা পরিধান। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই এই মহান দেশের মর্মবাণী। যেখানে নানা ভাষার সমাহার সেখানে যোগসূত্রের খাতিরে একটি সার্বজনীন ভাষার প্রয়োজন অস্বীকার করিবার সুযোগ নাই। বিশ্বে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। সেখানে ইংরেজী যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি পাইয়াছে। মানুষের প্রয়োজনেই মানুষ ভাষাকে অবলম্বন করে। কি জাতীয়স্তরে কি আন্তর্জাতিক স্তরে ইংরেজীর বিকল্প আছে মনে হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, একটি সংযোগকারী ভাষা খুব বেশী জরুরি। হিন্দী কি সেই দাবী মিটাইতে পারিবে? স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে যখন হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে কেন্দ্র ঘোষণা দিয়াছিল, তখন সেই ষাটের দশকে বিভিন্ন অহিন্দী ভাষী রাজ্যগুলিতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার দমনপীড়নের মাধ্যমে সেই হিন্দী বিরোধী আন্দোলন ঠান্ডা করিলেও ক্ষোভের আগুন প্রশমিত হইয়াছে বলা যাইবে না। তবে, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সার্বজনীনতা পাইয়াছে। কিন্তু একথা সত্যি যে, কোনও রাজ্যে সাধারণ মানুষ হিন্দী জানেন না ও জানিতেও চাহেন না। তাহার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন দক্ষিণাত্য। সেখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় শিক্ষিত অফিসার বা সরকারী আধিকারিকরা পর্য্যন্ত হিন্দীর চাহিয়া ইংরেজীর প্রতি অনুরক্ত।

এক দেশ, এক সংস্কৃতি, এক ভাষা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্তব্যে দেশ জুড়িয়া বিতর্ক দেখা দিয়াছে। হিন্দী চাপাইয়া দেওয়ার নীতি কতখানি গ্রহণযোগ্যতা পাইবে তাহা নিয়া প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলিয়াছেন, ভাষাগত বৈচিত্র আমাদের শক্তি ঠিকই। কিন্তু দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন। যে ভাষা ভারতকে সারা বিশ্বে চিনাইতে পারে। হিন্দীই সেই ভাষা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঘরে ঘরে হিন্দীকে পৌঁছাইয়া দিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিবে। হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন যাহাতে কোনও বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির কাছে ভারত পরাজিত না হয়। প্রশ্ন উঠিয়াছে শাহের এই মন্তব্য নিয়া। কোনও কোনও মহলের মতে ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের আন্তর্জাতিক পরিচয়। ভাষায় বৈচিত্র্যের কারণে ভারতের ঐক্য এবং সংহতি দূর্বলও হয় নাই। হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসাবে বিবেচনা করিবার ভাবনা সংবিধানের ধারণার বিপক্ষে। সংবিদানের অষ্টম তফশীলের ২২টি ভাষার প্রতিটিই জাতীয় ভাষা। প্রতিটিকেই সমান মর্যাদা দেওয়া উচিত। একটি ভাষা চাপাইয়া দিলে দেশের ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হইবে। ভাষা একটি অতি স্পর্শকাতর বিষয়। ভাষা নিয়া জোর জবরদস্তির কারণে জন অসন্তোষের অনেক নজীর আছে। একথা ভুলিয়া গেলে বোধহয় চলিবে না যে, পাকিস্তানের সামরিক ঝুন্টা পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের বাংলা ভাষা কাড়িয়া নেওয়ার ঘটনা হইতেই তো সেখানে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা হইয়াছিল। বাংলাকে দাবাইয়া রাখিয়া উর্দু চাপাইয়া দিবার বিরুদ্ধে বাঙালীরা সেদিন গর্জাইয়া উঠিয়া ছিলেন। উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। তাহার পরিণতি কি হইয়াছিল তাহা তো কারাহও অজানা নহে। একটি দেশ ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া গেল। বাঙালীরা নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিলেন। শোষণ যন্ত্রণা হইতে মুক্তির এই ইতিহাস হইতে নিশ্চয়ই আমরা শিক্ষা নিতে পারি। একথা সত্যি যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতের মর্মবাণী। যে কোনও একটি ভাষাকে জাতীয়ভাষা হিসাবে চাপাইয়া দেওয়ার মধ্যে কোনও গৌরব নাই। বাংলা, তামিল, তেলেগু, কন্নর প্রতিটি ভাষাই অনেক বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। একটি সরকারকে প্রতিটি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুরাগী হওয়ার মধ্যেই গৌরব বাড়িতে পারে। একথা তো ইতিহাস সত্যি যে, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা পাঞ্জাব ও বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আর দেশের সব অংশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হইলে স্বাধীনতার স্বপ্ন কি সফল হইত? আমাদের আজ ভাষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে। হিন্দী ও ইংরেজীর আগ্রাসনে বাংলা সহ কয়েকটি ভাষার বিড়ম্বনা বাড়িয়াছে। তাহা রুখিতে না পারিলে চরম বিপদ আমাদের গ্রাস করিবে।

জনাদেশ ও গণতান্ত্রিক অধিকার

সুব্রতা ঘোষ রায়

ক্যান্সার পেশেন্ট, কেমোথেরাপি নেওয়ার দরকার, নিতে পারছেন নির্বিঘ্নে? সপ্তাহে দুটো বা তিনটে ডায়ালিসিস নিতে হবে, পারছেন না কোনওক্রমে একটি ডায়ালিসিস হয়ত নিতে পারছেন। প্যাকেজভিত্তিক নির্ধারিত চিকিৎসার প্রোটোকলে যেখানে এককালীন চুক্তিতে কিছু নির্ধারিত অর্থের ভিত্তিতে চিকিৎসা মেলার কথা, সেখানে সেই সুযোগ পাবার পথ বন্ধ, ঠিকমতো যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, ফলে অতি কষ্টে নাচার হয়ে আলাদা অর্থে সেই চিকিৎসা কিছুটা মিলছে, মাসের নির্ধারিত মাইনের মানুষ এই অতিরিক্ত অর্থের অঙ্কের হিসেব কি করে মেলাবেন? অল্প কিছু জায়গা ছাড়া টেলিফোন পরিষেবা চালু হয়নি। এ কোন ভারতবর্ষ? এর নাম কেন্দ্রীয় শাসন? ইউনিয়ন টেরিটোরি? গুটিকয় নেতার সিদ্ধান্তের অমানবিক মাশুল গুনতে হচ্ছে কিছু সহনাগরিককে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ইচ্ছের দোহাই দিয়ে যা হচেছ তা বহুগুণ নির্দোষ সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার গলা টিপে যে তাদের ঘোরতর ইচ্ছের জবাই--- এই, উপলব্ধি কি দেশভক্ত নেতাদের হচ্ছে না? এমনটা তো কথা ছিল না। অনেক কিছুই হয়ে গেল কাশ্মীরে কাশ্মীরের উন্নতির নামে, কাশ্মীরি মানুষজনকে অন্ধকারে রেখে, টেলিফোন পরিষেবা, ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রেখে গতিবিধি অবরুদ্ধ করে, তাদের মতামত উপেক্ষা করে।

যেদিন হঠাৎ নোটবন্দির ঘোষণা হল, চিকিৎসা নিতে বা বেড়াতে যারা নিজের বাড়ির বাইরে ছিলেন তাদের কী অবস্থা হয়েচিল আমরা ভুলিনি। আমরা ভুলিনি কি অব্যবস্থায় সেই দিনগুলো কেটেছে? হঠাৎ জিএসটি চাপিয়ে দেয়া, তা সম্পাদনের জটিল পদ্ধতি য্া কোনওরকম আগাম প্রস্তুতি ছাড়া লাগু হল--- অর্থনীতির স্থিতাবস্থা টলিয়ে দেবার পক্ষে এই সহ হঠকারী সিদ্ধান্ত একটিই যথেষ্ট। আর স্থিতাবস্থা যখন টলে যায়, তার বাস্তবতা ও প্রমাণ ফুটে উঠে সরকারি ও বেসরকারি নানা সমীক্ষায়, সেসব সমীক্ষার ফলাফলের চর্চা ও তার প্রভাব যাতে সাদারণের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য দরকার উচ্চস্তরে জাতীয়তাবোধের মূর্ছনা, এ সুর যদি তামাম ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেয়া যায়, তবে মানুষ সে বিষয়ে আলাপ থেকে ঝালা স মস্তটাই করবে মূল সংকটে ভুলে গিয়ে তাতে ড্যামেজ কিছুটা কন্ট্রোল তো হবেই। আমাদের ভারতবর্ষ স্থূল অর্থে জিতীয়তাবোধ মানেই হল পাকিস্তানের বিরোধিতা ও হিন্দুত্বদা। ধর্মগত বিভাজনের ইস্যু ঐতরি করে বিভাজন ও শাসন, সেই ডিভাইড অ্যান্ড রুলের মতে পরীক্ষিত সূত্রের বাস্তবচর্চা। কখনও পুলওয়ামা, কখনও ৩৭০ ধারা বিলোপ --- এসব ঘটনার প্রভাব, তারপর সিবিআই উস্কে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও বিরোধী দলের হেভিওয়েট নেতার দুর্নীতির গল্প যদি ভাসিয়ে দেয়া যায়, তবে আসল সমস্যা উড়ে যায়, এই তালে দ্বসুইস ব্যাঙ্ক থেকে কালো টাকা আনার যে কথা ছিল তা বদলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণে সাদা টাকা দেশের নামে তুলে নেয়া যায়।

হাজার প্রতিশ্রুতির ঢক্কানিনাদ এবং কার্যত যে ছবি তৃতীয় চোখ দেখছে তা হল গাড়ি শিল্পে গত ১৬ বছরের মধ্যে সর্বাধিকমন্দা, আড়াই লক্ষ কর্মচারী কর্মহীন, কাজ হারাতে পারেন আরও সাড়ে আট লক্ষ। মারুতি টাটা, বাজাজ, হিরো কোম্পানি তাদের উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে পরিস্থিতি বিচার করে। কফি কাফে ডের মালিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু, কম্পিউটার তৈরির মোসার বিয়ার কোম্পানির মালিক দেনার দায়ে গ্রেপ্তার, ভিডিওকন বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দশ হাজার কর্মী কাজ হারিয়েছেন পার্লে কোম্পানি থেকে। জয় বালাজি স্টিলে উৎপাদন বন্ধ। বিএসএনএলর কর্মীরা সাত মাস বেতন পাচ্ছেন না। এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কর্মী আর ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট কর্মী নিয়ে মোটামুটি প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের জীবন ঝুলে আে। ১৪ হাজার

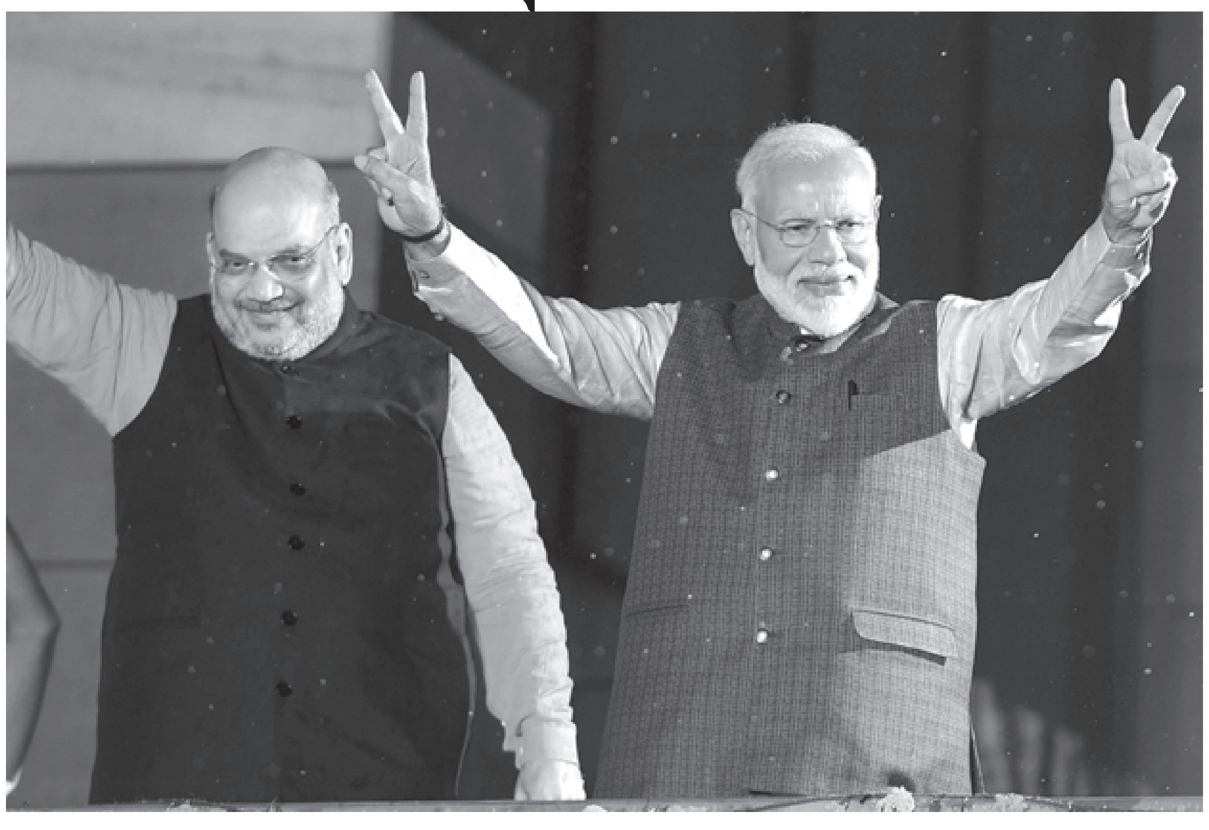

কোটি টাকায় হয়ত পরিস্থিতি সামাল দেয়া যাবে,কিন্তু দ্বসরকার বাহাদুরের কাছে সে অর্থ দাবি পেশ করে পাওয়া যাচ্ছে না, আর রিলায়েন্স সরকারের কাছে ২ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে আছে যার অনেকটাই জিওর জন্যা. ভারতে টেক্সাটাইল শিল্প কৃষির পরেই, সেখানে ভয়াবহ মন্দা। যার ফলে এক তৃতীয়াংশ সংস্থা বন্ধ হবার মুখে। উৎপাদন কমে গেছে, কর্মী ছাঁটাই হচ্ছে। সংবাদ মোতাবেক প্রায় ২৫ লক্ষ কর্মীর কর্মহীন হবার আশঙ্কা। এরপর নতুন তুলে যখন উঠবে, আর কদিন পর, তখন বাজার বুঝে তা অনেক কম দামে কেনা হবে, তুলো চাষিরা পণবেন সংকটে। কৃষিতে গত সাত বছরে ৩ কোটি ক্যাজুয়াল লেবার কাজ হারিয়েছেন। হিমাচল প্রদেশে ২০০৯ এর নিরিখে বেতন হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে বেতন হচ্ছে না অনেক জায়গায়। টাকার দাম পড়ে গেছে রেকর্ড পরিমাণে। গত ৪০ বছরের সর্বাধিক বেকারত্বের গ্লানি কপালে জ্বলজ্বল করছে।

অর্থাৎ অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। আর পরিস্থিতি যে অভূতর্পর্ব, এই কতা যখন বলে দেন নীতি অয়োগ কমিটির ভাইশ চেয়ারম্যান, তকন পরিস্থিতির চাপ মাথার বাইরেই নয়, মস্তিষ্কেও গেড়ে বসে। এর আগে রঘুরাম রাজন উর্জিত প্যাটেল ইত্যাদি নাম টনক কতটা নড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তা বলা শক্ত। এবার নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার বলেই দিয়েনেছন, বিগত সত্তর বছরে এরকম শোচনীয় পব্রিস্থিতি হয়নি। গত চার বছরের নোটবন্দি, জিএসটি, দেউলিয়া বিধি পরিবর্তনে খেলা বেশ বিপজ্জনক অবস্থায় চলে গেছে। অগে ১০,২০,৩০, ৪০ শতাংশ নাগাদ বাজার লেনদেন চলত, এখন তা অনেক কমে গেছে. কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সরকার ও বেসরকারি ক্ষেত্রেই নয়, বেসরকারি ক্ষেত্রেও কেউ কাউকে ঋণ দিতে চাইছে না। মূলধন আস্তে আস্তে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা কাটিয়ে ওটার জন্য তিনি সরকারকে সরকারের তরফে প্রথার বাইরে গেসে বেসরকারি ক্ষেত্রে আস্থা ফেরাতে যা কিছু সম্ভব করতে বলেছেন। জিডিপিতেও এই সংকটের ছাপ পড়েছে। ৩১ শে মার্চ শেষ হওয়া গত আর্থিক বছরে জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৮ শতাংশ. তার মধ্যে জানুয়ারি থেকে মার্চ, শেষ তিন মাসে ছিল ৫.৮ শতাংশ. পূর্বাভাস এপ্রিল, থেকে জুন এই ত্রৈমাসিক জিডিপির এই হার কমে যেতে পারে, ৫.৭ শতাংশ এ। ক্রেতা কম দুর্বল বিনিয়োগ, সার্ভিস সেক্টরের খারাপ পারফরমেন্স এসহাব কারণে অর্থনীতির এমন বেহাল অবস্থা। অর্থনীতির পেন্সিল ঠিক না করে চমকপ্রদভাবে মারাত্মক সিদ্ধান্ত নেবার নকশা সারা দেশের ক্যানভাসে এঁকে দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই সংকট উপশম করার প্রেসক্রিপশনে যে ১৫টি নিদান লিখেছেন তার ফলে মূলধনী বাজারে বিদেশি সংস্থার লগ্নির ওপর থেকে বাড়তি সারচার্জ উঠে যাবে, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ভাঙা হলে তা ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে ধরা হবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোকে ৭০ হাজার কোটির প্রকল্প দেয়া হবে, গৃহঋণ গাড়িঋণ, সস্তা করতে ব্যাঙ্কগুলোকে নির্দেশ দেয়া হবে, ২০২০র মার্চ পর্যন্ত কেনা বিএস৪ গাড়ি বৈধ হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে দেশের আপতাকালীন টাকা সুচতুর কৌশলে সরকারি কোষাগারে নিয়ে বিভেদকামী সাম্প্রদায়িক শক্তির সংক্রমণ আরও বেশি দানা বাঁধতে পারে, বাড়তে পারে গভীর সামাজিক অসুখ। আমাদের সংস্সকৃতির বহুমাত্রিকতা এই বিভেদকামী শক্তিকে মাথা উঁচু করে মোকাবিলা করবে। সংখ্যাগুরুর আস্ফালনে যে আগ্রাসন তাতে গণতন্ত্র ভুলণ্ঠিত হয় মনে রাখা দরকার, সংক্যাগরিষষ্ঠতার জনাদেশ মানে অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের অধিকার নয়। সাধারণ ও সংখ্যালঘুর মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা গণতন্ত্রের দায়। অন্যথায় এই আস্ফালন আগামীর বহুগুণ প্রশ্নের প্রতিধ্বনির প্রতিপক্ষ হবার শক্তি অগণতান্ত্রিক অপচর্চায় ক্ষয় করে ফেলছে না তো!

(সৌজন্যে— দৈঃ স্টে)

পুঞ্চের তিন সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখায় রাতেও পাক সেনার গোলা বর্ষণ

পুঞ্চ, ১৬ জুন (হি.স.) : কাশ্মীরে পুঞ্চের তিন সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাছাউনি লক্ষ্য করে রাতভর গোলাবর্ষণ চালাল পাকসেনা। শনিবার সকাল থেকে অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু করে পাকসেনা। রাতেও বেশ কয়েকটি পাক মর্টার আছড়ে পড়েছে সীমান্তের এপারে। ভারতীয় সেনাও পালটা জবাব দিচ্ছে। তবে, এখনও পর্যন্ত প্রাণহানির খবর নেই।

স্থানীয় সেনা আধিকারিক জানান, শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ পাকিস্তান সেনা বালাকোটে ভারী গোলাবর্ষণ করে। একঘণ্টার মধ্যে পাশের মানকোট ও মান্ধের সেক্টরকেও নিশানা করে পাকিস্তান। রাতের খবর, দু-পক্ষের গোলাগুলির লড়াই চলছে। পাকিস্তানের ক্রমাগত গোলাবর্ষণের কারণে স্কুলে গিয়ে আটকে পড়ে ৫০ পড়ুয়া। বাইরে বেরোনোর উপায় ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ তাদের স্কুলবন্দি হয়ে কাটাতে হয়। আক্রমণের ঝাঁঝ খানিক কমলে, ওই পড়ুয়াদের নিরাপদে সেখান থেকে নিরাপদে উদ্ধার করে, বাড়ি পৌঁছে দেয় পুলিশ। অন্য সেক্টরগুলিতেও একই ঘটনা ঘটেছে।

ফের সাফল্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর গডচিরৌলিতে এনকাউন্টারে খতম ২ মাওবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

নাগপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মহারাষ্ট্রের গডচিরৌলি জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী বনাম মাওবাদীদের সংঘর্ষে রবিবার দু’’জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। অভিযানস্থল থেকে দু’’জনেরই দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র। তল্লাশি অভিযান চলছে।

এ ব্যাপারে রাজ্য পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে এদিন সকালে মাওবাদী অধ্যুষিত গডচিরৌলি জেলার নাগপুর থেকে ১৭০ কিলোমিটার (কিমি) দূরে নারকাসা জঙ্গলে নকশাল-বিরোধী অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনীর সি-৬০ কমান্ডো এবং মহারাষ্ট্র পুলিশের অ্যান্টি-নকশাল বাহিনী। ওই অভিযান চলাকালীন জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয় দুই মাওবাদী। ঘটনাস্থল থেকে তাদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র সমেত বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নিহত মাওবাদীদের দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যদিও তাদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। এলাকায় পুলিশি টহল জারি রয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে।

টহলরত পুলিশ ভ্যানকে লক্ষ্য করে গুলি, চাঞ্চল্য

দিনহাটা, ১৬ জুন (হি.স.) : খাস কলকাতার পর এবার পুলিশকর্মীকে মারধরের ঘটনা ঘটল কোচবিহারের দিনহাটায়। এই ঘটনায় রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসনের দক্ষতা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠল। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে কোচবিহারের দিনহাটায় পুলিশ ভ্যানে চেপে এলাকা টহল দিতে বেরিয়েছিলেন কোচবিহারের পুলিশ। সেই সময় ওই এলাকায় কিছু দুষ্কৃতী তাদের উপর হামলা চালায় বলে জানা গিয়েছে। ওই পুলিশ ভ্যানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলি গিয়ে লাগে গাড়ির কাচে। এর ফলে গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। যদিও এই ব্যাপারে পুলিশের তরফ থেকে কিছু জানা যায় নি। এখনও পযর্ন কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

এই ঘটনার পরে আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, তদন্তে নামা পুলিশকে খুনের চেষ্টা, গাড়ি ভাঙচুর এবং অন্যান্য অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ভারতের বহুত্ববাদ আজ ধ্বংসের মুখে?

গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল

অমিত শাহজী বর্তমানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আবার শাসক বিজেপি পার্টির সভাপতিও। কাজেই তিনি এখন প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার অধিকারী হয়েই কি তিনি হিন্দীভাষা দিবসে ‘একভাষা এক দেশ’ করার দাবী তুলেছেন। হতেও পারে। না হলে অতীতে হোঁচট খেয়ে কেন আবার তিনি হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলেন? শুধু তিনিই নন। তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন বিজেপির বর্তমান কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডাও। তাই বিষয়টি এখন স্পষ্ট যে, যে কোনও মূল্যে হিন্দীকে শাসক দল রাষ্ট্রভাষা করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং সঙ্গত কারণেই অমিত শাহের বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে গোটা দেশ তোলপাড়। গত কিছুদিন আগে বিদ্যালয় স্তরে হিন্দীভাষাকে বাধ্যতামূলক করার সরকারী প্রয়াসের বিরুদ্ধে যেভাবে দক্ষিণ ভারত থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা পর্যন্ত প্রতিবাদী আন্দোলন শশুরু হয়েছিল এবার তার চেয়েও আরো ব্যাপক তথা সংঘটিত ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। কারণ গত আন্দোলনের চাপে সরকার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলেও তা যে ছিল ক্ষোভ নিরসনে বা শাসক দলের একটা আপাত কৌশলমাত্র। শাহজীর সাম্প্রতিক ঘোষণায় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই বিরোধীরা এবার ভাষা নীতির প্রশ্নে শাসক দল তথা সরকারকে শেষ না দেখে ছাড়বে বলে মনে হয় না। আর তা করা উচিতও। কারণ ভাষাই একটা জাতির আত্মপরিচয়। কোন জাতির মাতৃভাষা যদি হারিয়ে যায় তো সেই জাতির জীবনিশক্তিই ধ্বংস হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে তার প্রতিবাদের ভাষা। সংশ্লিষ্ট ভাষিক গোষ্ঠীর মনে বাসা বাঁধে হীনমন্যতার। পরিণামে তাদের উপর অবাদে চলে মানস-আর্থিক শোষণ যার অন্তিম পরিণতি হল সংশ্লিষষ্ট জাতিসত্ত্বাই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। বর্তমানে বাংলা সহ ভারতের বহু সমৃদ্ধ ভাষাও জাতিগোষ্ঠীই হিন্দী আগ্রাসনে ক্রমশই তলিয়ে যেতে বসেছে।

অথচ ভারতের সংবিধানের অষ্টম তপশিলে বর্ণিত ২২টি ভাষার মধ্যে বাংলা যেখানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ও ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের (বাঙালীর) মাতৃভাষা, রাষ্ট্রসংঘে স্বীকৃত সবচেয়ে মধুর ভাষা সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া তো দূরের কথা স্থানীয় সরকারগুলির কাজের ভাষা হিসাবেও আজ অবধি ব্যবহৃত হয় নি। বাংলা ছাড়াও হিন্দী থেকে অনেক উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ভাষা হচ্ছে ভোজপুরি, তামিল, তেলেগু, মালয়আলম প্রভৃতি ভাষা। উল্লেখিত ভাষাগুলির এখন বাংলার মতই ক্ষয়িষ্ণু দশা চলছে। অনেক লড়াই সংগ্রামের পর দু-একটি ক্ষেত্রে বাংলা বা কিছু স্থানীয় ভাষাকে মান্যতা দিলেও উচ্চশিক্ষা লাভ বা কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হিন্দী, ইংরেজিতে হওয়ায় বাংলা বা স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রতি ছাত্রছাত্রাদের আগ্রহ স্বাভাবিক কারণেই অতিদ্রুত। এখন কমার পথে। ফলে ইংরেজি বা হিন্দী মাধ্যম স্কুলগুলি বাদে গোটা দেশে বাংলা ও অন্যান্য ভাষা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ছাত্র স্বল্পতা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যেই বাংলার অঞ্চলে যেমন বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলি এক এক করে বন্ধের পথে একই দশা অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও। মাতৃভাষা অবলুপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ই যে লুপ্ত হয় তা নয়, বন্ধ হয়ে যায় তার শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চা, নিজমাতৃভাষায় সঙ্গীতচর্চা; অর্থনীতি হয় বিপর্যস্ত। জাতীয় একতার স্লোগান তুলে গোটা দেশজুড়ে অত্যন্ত সুকৌশলে আজ এমন একটা পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে হিন্দী শিখতে মানুষ বাধ্য হয়। আর এভাবেই কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দেশে তাদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখতে এখন মরিয়া। কিন্তু অনেকে না বুঝলেও দেশের সবাই তো আর বোকা নয়। তাই যারা ভাষা সাম্রাজ্যবাদীদের এই কূট কৌশলকে ধরতে পেরেছেন তারা এখন সংঘটিত হচ্ছেন ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করতে। কারণ দেশের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে সর্বক্ষেত্রে ‘এক দেশ এক নীতি’ বা ‘এক দেশ এক ভাষা’ নীতি যারা চালু করতে চাইছে তারা কী জানেন না যে বর্তমান পৃথিবীতে রাশিয়া ও ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের মতো এমন অনেক দেশ আছে যেখানে দুটি, চারটির বা একাধিক ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত! কই সেই সমস্ত দেশের নাগরিকদের মধ্যে তো সংহতির কোন অভাব নেই, প্রগতিও আটকে নেই। তাহলে?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হিন্দী কোন কালেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল না। স্বাধীনতার পর দেশে শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি কাজের ভাষা কী হবে কথা উঠলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কৌঠারী কমিশন, মুদালিয়র কমিশন প্রভৃতি কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক মাতৃভাষাকেপ্রাধান্য দিয়ে ত্রিভাষা সূত্রকে মান্যতা দেওয়া হয়। আর সরকারী কাজের ভাষা হিসাবে সাময়িক কালের জন্যে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি ও দেশীয় ভাষা হিসাবে বাংলা ও হিন্দীর প্রস্তাব হয়। পরে বাংলা, হিন্দী নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে সাংসদ কক্ষে বোটাবুটি (ভোটাভুটি) হয় যাতে বাংলা ও হিন্দীর পক্ষে সমান সংখ্যায় ভোট পড়ে। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দীর পক্ষে বোট দিলে এক বোট বেশী পেয়ে হিন্দীই ভারতে কেন্দ্রীয়স্তরে সংবিধানের ৩৪৩নং ধারা অনুযায়ী সরকারী কাজের ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই থেকে শুরু দেশে হিন্দীর প্রভাব বিস্তারের পালা। বর্তমানে যাই হোক না কেন অতীতে হিন্দী ভারতের কোন জাতিগোষ্ঠীরই মাতৃভাষা ছিল না। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে হিন্দী ভাষার উৎপত্তি হয়েছে প্রকৃত সংস্কৃতজাত ভোজপুরি, অঙ্গিকা, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সমন্বয়ে। এতে উর্দভাষারও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। বাংলার যেমন নিজস্ব লিপি রয়েছে হিন্দীর তেমন কোন নিজস্ব লিপি নেই। কারণ যে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দী লেখা হয় তা সংস্কৃত থেকেই ধার নেওয়া। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে হিন্দী যদি এতই উন্নত ভাষা হয় তো বাংলায় নোবেল পুরস্কার এলেও হিন্দীতে এল না কেন?

যাই হোক। যেহেতু পৃথিভীর সব ভাষাই মানুষের মুখের ভাষা, তাই কোন ভাষাই নিন্দনীয় নয়। মানুষ যত বেশী ভাষা শিখতে পারে ততই একজাতি আর এক জাতির নৈকট্যে চলে আসে। এতে সামগ্রিকভাবে লাভ গোটা মানবজাতিরই। কিন্তু তাই বলে নিজের মাতৃভাষার বিনিময়ে নয়। কারণ মাতৃভাষার প্রতি মানুষের আবেগ চিরন্তন। ৫২-র ওপার বাংলায় ও ৬১তে এপার বাংলা তথা শিলচরে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার্থে আত্মবলিদান তারই উৎকৃষ্ঠ প্রমাণ। অন্যদিকে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এমন একটি দেশ যেখানে বহুভাষা, বহু ধর্মমত ও পথের লেকে এদেশে বসবাস করছে। ‘নানাভাষা, নানা মত, নানা পরিধান--- বিবিধের মাঝে দেখ মিলনমহান’ কবির ভাষায় এই যেখানে ভারতের রূপ; বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যই যেখানে ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য, উদার সার্বভৌম মানবতাবাদী আধ্যাত্মিকতাই যেখানে ভারতের প্রাণধর্ম তথা সনাতনি আদর্শ সেখানে এই বৈচিত্র্যতাকে তথা বহুত্ববাদকে অস্বীকার করে কেউ যদি গায়ের জোরে কিংবা রাজনৈতিক প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহারের মাধ্যমে সবকিছু এক করে দিতে চায় তো নির্ঘাত তিনি ব্যর্থ হবেন। কাশ্মীর ও এন আরসি ইস্যুর পর মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানের দিকে নজর না দিয়েবর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তথা শাসক পার্টি বিজেপি ভাষা নিয়ে ধর্ম নিয়ে, সংস্কৃতি নিয়ে যে বাড়াবাড়ি শুরু করেছে এতে করে দেশের মধ্যে একদিকে যেমন বিচিছন্নতাবাদী প্রবণতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হচ্ছে অপরদিকে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ার মত পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়েছে। দেশের আর্থিক অবস্থাও এখন চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত। আশঙ্কা হয় বর্তমান অবস্থার সুযোগ নিয়ে বৈদেশিক শক্তি না আমাদের দেশের বড় কোন ক্ষতি করে ফেলে, দেশ না আবারও ভেঙে খন্ড বিখন্ড হয়ে যায়। এমতাবস্থায় পরিত্রাণের রাস্তা একটাই হতে পারে --- আর তা হল, ভারতের চিরন্তন বহুত্ববাদকে স্বীকার করে নিয়ে মানুষের মৌলিক সমস্যা সমাধানের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা এখনো গণহত্যার হুমকিতে: জাতিসংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। মিয়ানমারে রয়ে যাওয়া রোহিঙ্গা মুসলমানরা এখনো অবিরাম নিপীড়নের শিকার হচ্ছে এবং তারা গণহত্যার ঝুঁকি নিয়েই সেখানে বাস করছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ।জাতিসংঘের 'ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন' বা তথ্যানুসন্ধান দল সোমবার তাদের প্রতিবেদনে এ ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে আবারও মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কয়েকজন জেনারেলকে বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখনো রাখাইন রাজ্যে প্রায় ছয় লাখ রোহিঙ্গা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে বাস করছে। তাদের চলাফেরার উপর এত বেশি কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে যে তার প্রভাব তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদার উপরও পড়েছে।"এসব কারণে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী, যাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আছে তাদের রাখাইনে ফেরা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।"

অস্ট্রেলিয়ার মানবাধিকার আইনজীবী এবং জাতিসংঘ প্যানেলের সদস্য ক্রিস্টোফার সিডটি এক বিবৃতিতে বলেন, "সেখানে থেকে যাওয়া রোহিঙ্গারা এখনো গণহত্যার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।"২০১৭ সালের অগাস্টে রাখাইন রাজ্যে কয়েকটি সীমান্ত পুলিশ পোস্টে 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' হামলার পর সন্ত্রাস দমনের নামে সেখানে, বিশেষ করে রোহিঙ্গা মুলসমান অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে সেনাবাহিনী গণহত্যা, ধর্ষণ এবং বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রাণ বাঁচাতে প্রায় সাড়ে সাত লাখ রোহিঙ্গা বাড়িঘর ছেড়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে।

গত বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ মনোনীত তদন্ত প্যানেল তাদের প্রতিবেদনে 'জাতিগত নিধনের উদ্দেশ্যে' মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর দমন-পীড়ন চালিয়েছে বলে জানায়।প্রতিবেদনটিতে এজন্য মিয়ানমারের সেনা কর্মকর্তাদের বিচারের মুখোমুখি করা উচিত বলেও পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু মিয়ানমার গতবছরের ওই প্রতিবেদনে উল্লিখিত বেশির ভাগ অভিযোগই অস্বীকার করেছে।নতুন প্রতিবেদনে মিয়ানমারের উত্তরের দুই প্রদেশ শান ও কোচিনে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে সেনাবাহিনী একই ধরনের 'অত্যাচার ও নিপীড়ন' করছে বলে জানানো হয়েছে।

বলা হয়েছে, ওই দুই রাজ্যেও মিয়ানমার সেনাবাহিনী নিপীড়নের প্রধান অস্ত্র হিসেবে ধর্ষণ এবং যৌন নিপীড়নকে ব্যবহার করছে।জাতিসংঘের প্রতিবেদন প্রকাশের পর বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পক্ষ থেকে টেলিফোনে মিয়ানমার সরকারের মুখপাত্র জ হতাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাতে সাড়া মেলেনি।টেলিফোনে সেনাবাহিনীর দুই মুখপাত্রের কাছে এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তারাও মন্তব্য করতে রাজি হননি। জাতিসংঘ প্যানেলের সদস্য ক্রিস্টোফার সিডটি বলেন, রোহিঙ্গাদের নিপীড়নের বিষয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গন যেভাবে নিষ্ক্রিয় থেকেছে তা হতাশজনক, এর অবসান ঘটাতে হবে।যদি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবারও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে দুঃখজনক এ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।

এরশাদের আসনটি জাপাকে ছেড়ে দিল আওয়ামীলীগ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদের আসন রংপুর-৩ এ প্রার্থী দিয়েও শেষ পর্যন্ত রাখল না আওয়ামী লীগ।দলের স্থানীয় কর্মী-সমর্থকদের বিরোধিতার মধ্যেই নৌকার প্রার্থী রেজাউল করিম রাজু তার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে বলেছেন, দলের স্বার্থে নিজেকে 'বিসর্জন' দিলেন তিনি। সোমবার মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রাজু প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা সাহতাব উদ্দিন।

তিনি বলেন,রংপুর-৩ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী রেজাউল করিম রাজু নিজে এসে আমার কাছে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের আবেদন জমা দিয়েছেন। বৈধ প্রার্থী ছিলেন তিনি।ফলে এই আসনে এখন মহাজোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে শুধু জাতীয় পার্টির রাহগির আল মাহিই (সাদ এরশাদ) প্রার্থী থাকছেন।টিকে থাকা প্রার্থীদের বিষয়ে জানতে চাইলে রিটার্নিং কর্মকর্তা বলেন,বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রত্যাহারের সময় রয়েছে। মূল লড়াইয়ে আর ক'জন রয়েছে, তা পরে জানানো হবে।

সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা এরশাদের মৃত্যুতে শূন্য আসনটিতে উপনির্বাচনে রাজু ও সাদ ছাড়াও বৈধ প্রার্থী ছিলেন বিএনপির রিটা রহমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী আসিফ শাহরিয়ার, এনপিপির শফিউল আলম, গণফ্রন্টের কাজী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও খেলাফত মজলিসের তৌহিদুর রহমান মণ্ডল।প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর বিকাল সাড়ে ৪টায় সংবাদ সম্মেলনে আসেন আওয়ামী লীগ নেতা রাজু।তিনি বলেন,জাতীয় স্বার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি নিজেকে বিসর্জন দিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলাম। যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় মনোনয়নপত্র নিয়েছিলাম, আবার উনারই নির্দেশে প্রত্যাহার করলাম।এরশাদের পৈত্রিক এলাকা রংপুরে গত তিনটি নির্বাচনে মহাজোট শরিক জাতীয় পার্টিকে ছাড় দিয়ে আসছিল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। কিন্তু এরশাদের মৃত্যুর পর নৌকার প্রার্থী রাখতে প্রবল চাপ ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের।মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে রাজু রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাওয়ার সময় রংপুর শহরের জিরো পয়েন্টে সড়ক অবরোধ করে আওয়ামী লীগের কয়েকশ নেতা-কর্মী।রাজু উপস্থিত হলে তারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করতে রাজুকে চাপ দেয়। পরে তাদেরকে শান্ত করতে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার নির্দেশনার কথা জানান রাজু। তাদের শান্ত করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের আবেদন জমা দেন তিনি।এসময় তার সঙ্গে ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মমতাজ উদ্দিন, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি শাফিউর রহমান শফি, সাধারণ সম্পাদক তুষার কান্তি মণ্ডল প্রমুখ।এরশাদের মৃত্যুর পর অগোছালো জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে রংপুরের আসনটি ছেড়ে দিতে আওয়ামী লীগের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছিল।আসনটি জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত সোমবার দুপুরেও দিয়েছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেছিলেন, আমরা মাঠের অবস্থা বিবেচনা করছি। অবশ্য জাতীয় পার্টিকে দেওয়ার বিষয়ে আমাদের বিবেচনা আছে।গত ১৪ জুলাই রংপুর সদর-৩ আসনের সংসদ সদস্য এরশাদের মৃত্যুর পর ১৬ জুলাই আসনটি শূন্য ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। গত ১ সেপ্টেম্বর আসনটিতে নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করা হয়।ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ ছিল ৯ সেপ্টেম্বর। ৫ অক্টোবর হবে ভোটগ্রহণ।রংপুর সদর উপজেলা এবং রংপুর সিটি করপোরেশনের ১-৮ নম্বর ওয়ার্ড ছাড়া বাকি এলাকা নিয়ে গঠিত রংপুর-৩ আসনে ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৪১ হাজার ৬৭৩ জন। এই আসনে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র ১৩০টি, ভোটকক্ষ ৯১০টি।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ব্রিটিশ এমপিদের সহায়তা চেয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের রাখাইন রাজ্যে নিজ বাসভূমিতে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও স্থায়ী প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের সহায়তা কামনা করেছেন।

সংসদ সদস্য অ্যান মেটি জারবাই'র নেতৃত্বে রোববার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢাকায় সফররত ব্রিটিশ সংসদ সদস্যদের জনসংখ্যা, উন্নয়ন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সর্বদলীয় ১৪ সদস্যের একটি সংসদীয় দলের সঙ্গে তার এক বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান। আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন মিয়ানমার থেকে জীবন বাচাতে পালিয়ে আসা গৃহহারা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত বিরূপ প্রভাবের কথা তুলে ধরেন।মোমেন গৃহহারা এ সকল রোহিঙ্গাদের নিরাপদে তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশেষ করে জাতিসঙ্গে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

তিনি বৈঠকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সেক্টরে বিশেষ করে শিশু ও মাতৃ মুত্যুহার হ্রাস এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশ এবং তাদের স্বাগতিক দেশের উন্নয়নে বাংলাদেশী ব্রিটিশদের ভূমিকার কথা উল্লখ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) এবং ডেল্টা প্লান ২১০০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

বৈঠকে ব্রিটিশ সংসদ সদস্যগন মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার সঙ্গে লন্ডন অব্যাহত কাজ করার আশ্বার প্রদান করেন।

তারা ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়া এবং সকল প্রকার মানবিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন।ব্রিটিশ সংসদ সদস্যগন বাংলাদেশের শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রশংসা করেন।

তারা যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর একটি শিক্ষা সফরে বাংলাদেশে এসেছেন।

বিচারক-আইনজীবী কথোপকথন প্রকাশে প্রেস কাউন্সিলের মানা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল বলেছে, কোনো মামলার শুনানিতে বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে কথোপকথন বা যুক্তি-তর্ক সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যাবে না।

সম্প্রতি হাই কোর্টের একটি বেঞ্চের 'আদেশের ভিত্তিতে' বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বলে সোমবার এক তথ্য বিবরণীতে জানানো হয়।সেখানে বলা হয়, "এজলাস চলাকালীন বিচারক ও আইনজীবীদের মধ্যে কথোপকথন বা যুক্তি-তর্ক একান্তভাবে কোর্টের সম্পদ এবং এটি সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য নয়।"আদালত সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে ১৯৯৩ সালে প্রণীত এবং ২০০২ সালে সংশোধিত 'সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধির' ১৬ দফা অনুসরণের জন্য সকল গণমাধ্যমকে অনুরোধ করা হয়েছে প্রেস কাউন্সিলের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। আচরণবিধির ১৬ দফায় বলা হয়েছে, "কোনো অপরাধের ঘটনা বিচারাধীন থাকাকালীন সব পর্যায়ে তার খবর ছাপানো এবং মামলা বিষয়ক প্রকৃত চিত্র উদঘাটনের জন্য আদালতের চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করা সংবাদপত্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তবে বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনা মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে চূড়ান্ত ঘোষণার আগ পর্যন্ত বিরত থাকতে হবে।"

প্রেস কাউন্সিল বলছে, বিচারাধীন মামলার রায়কে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো বিষয় বা ঘটনা এবং বিচারকদের মানহানি ঘটে এমন কোনো মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ থেকে গণমাধ্যমকে বিরত থাকতে হবে।

"বিচারাধীন মামলার বিষয়ে প্রকৃত চিত্র পরিবেশন করা যাবে। তবে কোনো বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হলে তা সংশ্লিষ্ট কোর্টের বেঞ্চ অফিসার, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার এবং আপিল বিভাগের কাছ থেকে যাচাই করে প্রকাশ করতে হবে।"সুপ্রিম কোর্টের 'অবমাননা' হয় এবং বিচারকদের 'মর্যাদা ক্ষুণ হয়' অথবা 'ক্ষুণের সম্ভাবনা থাকে'- এমন সংবাদ পরিবেশন থেকে সাংবাদিকদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে ওই বিজ্ঞপ্তিতে।প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং অনলাইন মিডিয়াকে 'অত্যন্ত সতর্কতার সাথে' বিষয়টি 'প্রতিপালন করার অনুরোধ' জানিয়েছে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।এই নির্দেশনার ব্যাখ্যায় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি রিট মামলার শুনানিতে গত ৭ অগাস্ট বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি মোহাম্মদ আলীর হাই কোর্ট বেঞ্চ বিচারধানীন বিষয়ে সংবাদ প্রকাশের বিষয়ে কিছু নির্দেশনা দেয়। তার ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে।

মেট্রোরেলের নিরাপত্তায় বিশেষ পুলিশ ইউনিট গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার মেট্রোরেলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পৃথক বিশেষ পুলিশ ইউনিট গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।সকালে গণভবনে ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি)'র অগ্রগতির ওপর একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের সময় প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন।

ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি (ডিএমটিসিএল)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে 'ঢাকা মহানগরী ও এর আশপাশের এলাকায় এমআরটি লাইন নির্মাণের জন্য টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্ল্যান ২০৩০' এর বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন।পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তিনি ৬ লাইন এমআরটি'র পাশাপাশি ১, ২, ৩, ৪, ৫ লাইন এমআরটি'র অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন।

দেশে এই প্রথমবারের মতো মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)'র সহযোগিতায় রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ডিএমটিসিএল প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এই মেগা প্রকল্পের দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কিছু নির্দেশনা দেন।সভায় জানানো হয়, আগস্ট নাগাদ ৬ লাইন প্রকল্পটির (উত্তরা-আগারগাঁও-মতিঝিল) ৩০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।এছাড়াও সভায়, আরো জানানো হয়, এখন পর্যন্ত ৬ লাইনের এমআরটি'র উত্তরা আগারগাঁও অংশের প্রায় ৪৬ শতাংশ কাজ এবং আগারগাঁও-মতিঝিলের ২৪ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সাবেক নৌমন্ত্রী শাহজাহান খান (এমপি), প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান, পিএমও সচিব সাজ্জাদুল হাসান, প্রতিরক্ষা সচিব আখতার হোসেন ভূঁইয়া, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম, জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সেলের সিইও ও সাবেক ডিএমপি কমিশনার মো. আসাদুজ্জামন মিয়া এবং জাইকার প্রতিনিধিগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।২০.১০ কিলোমিটার এমআরটি লাইন-৬ উত্তরা থার্ড ফেস থেকে শুরু হয়ে পল্লবীর মধ্য দিয়ে রোকেয়া সরণির পশ্চিম পাশ এবং ফার্মগেট, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, দোয়েল চত্বর, তোপখানা রোড ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিস্তৃত।

সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, প্রায় ২২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এমআরটি-৬ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে জাইকা ১৬ হাজার ৫শ' কোটি টাকা দিচ্ছে। প্রকল্পের বাকি টাকা বাংলাদেশে সরকার যোগান দেবে।দ্রুতগামী মেট্রোরেলটি উত্তরা থেকে মিরপুর ও ফার্মগেট হয়ে মতিঝিল পর্যন্ত যাতায়াত করবে। এতে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবে। প্রতি চার মিনিট পর পর এক এক করে প্রতিটি স্টেশনে ট্রেন থামবে।এই প্রকল্পের ১৬টি স্টেশন হলো : উত্তর উত্তরা, মধ্য ও দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, তালতলা, আগারগাও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, সোনারগাঁও, জাতীয় যাদুঘর, দোয়েল চত্বর, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম ও বাংলাদেশ ব্যাংক।এমআরটি-৬ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে নগরবাসী তাদের অতিকাক্সিক্ষত আরামদায়ক পরিবহণে ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। তারা বর্ধিত রাজধানীর যানজটের সড়কগুলোর পরিবহণে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর যাত্রা থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।প্রকল্পটি শুরু হলে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মাত্র ৩৮ মিনিটে একজন যাত্রী উত্তরা পৌঁছতে পারবেন।

ড. কালাম 'এক্সিলেন্স এওয়ার্ড' গ্রহণ করেই দেশবাসীকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ড় কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স এওয়ার্ডস-২০১৯' গ্রহণ করেই তা দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন।

সোমবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে এক অনুষ্ঠানে ড় কালাম স্মৃতি আন্তর্জাতিক এডভাইজরি কমিটির পক্ষ থেকে ড় কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান উপদেষ্টা টি পি শ্রীনিবাসন ও সংস্থাটির চেয়ারপারসন দীনা দাস শেখ হাসিনার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার গ্রহণের সময় দেশের জনগণের প্রতি কর্তব্য পালনে তাঁর দায়বদ্ধতার প্রতি প্রশংসার নিদর্শন হিসেবে এই পুরস্কার গ্রহণ করছেন বলে উল্লেখ করেন।তিনি বলেন, 'জনগণের প্রতি এই কর্তব্য পালনই আমার জীবনের মূলমন্ত্র, যেমনটি ছিল আমার পিতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। আমি এই পুরস্কার দেশের জনগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি।'

অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী, মন্ত্রি পরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, আওয়ামীলীগের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পি, বুদ্ধিজীবীসহ ভারত ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিদেশী কূটনিতিক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাঁর অসামান্য অবদান, জনকল্যাণ বিশেষত নারী ও শিশুদের কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার জন্য শেখ হাসিনাকে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।ভারতের একাদশ রাষ্ট্রপতি এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তামিল নাড়ু---র সন্তান এপিজে আব্দুল কালামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তামিল নাড়ু---ু সরকার এই পুরস্কার প্রবর্তন করে।২০১৫ সালের ২৭ জুলাই এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুর পর সে বছরই ৩১ জুলাই তামিল নাড়ু---ুর সে সময়কার মুখ্যমন্ত্রী জয় ললিতা ভারতরত এপিজে আব্দুল কালামের নামে এই পুরস্কার চালুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন।

রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে মার্কিন সহায়তা অব্যাহত থাকবে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। এই সহায়তার সুফল কক্সবাজারে বসবাসকারী স্থানীয় বাসিন্দারাও পাবে। ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মার্কিন সহায়তায় স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশীদের জীবনমান উন্নয়নেও সহায়ক হবে। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পযর্ন কক্সবাজার পরিদর্শন করেন।এতে বলা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে বাংলাদেশ ও তার আন্তর্জাতিক ও এনজিও সহযোগীদের সঙ্গে সহযোগিতা অব্যাহত রেখে কক্সবাজারের সকল মানুষের সুযোগ-সুবিধা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার নীতি অনুসরণ করবে।এতে আরো বলা হয়, রোহিঙ্গা সংকট কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ ও বাংলাদেশ সরকারের জন্য যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, সে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করছে। এতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের হৃদয় ও সীমান্ত খুলে দেয়ার বিষয়টি বিশ্বে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত কক্সবাজার সফরকালে রোহিঙ্গাদের সহায়তাকারী বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন। রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানকারী বিভিন্ন দেশ ও সংস্থাগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে রোহিঙ্গারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ৪,৫৫২.৮ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সর্বকালের সেরা অবস্থানে পৌঁছেছে : রাষ্ট্রদূত মুয়াজ্জেম আলী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ১৬।। ভারতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ মুয়াজ্জেম আলী সোমবার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সর্বকালের সেরা অবস্থানে পৌঁছেছে। সোমবার এখানে প্রাপ্ত এক বার্তায় বলা হয়, গ্যাংটকের সিকিম বিশ্ববিদ্যালয় এক সভায় তিনি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিষয়ে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করার সময় বলেন- 'এখন ঢাকা-নয়াদিল্লি বিশেষ করে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, সংযোগ এবং জ্বালানির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর দিকে মনোনিবেশ করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসামান্য আর্থ-সামাজিক সাফল্যের কথা তুলে ধরে মুয়াজ্জেম আলী বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির দেশ। গতবছর ৭ দশমিক ৮৬ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের রেকর্ড করেছে।তিনি বলেন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যের সঙ্গে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারতেরও দ্রুত উত্থান হচ্ছে।রাষ্ট্রদূত দু'দেশের মধ্যে সর্বাত্মক অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর জোর দিয়ে বলেন, উভয় প্রতিবেশীর সাফল্য একে অপরকে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করার সুযোগ করে দিচ্ছে। মোয়াজ্জেম আলী বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামী ৩ থেকে ৭ অক্টোবর নয়াদিল্লি সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে। আমরা আশা করি, তাঁর এই সফরটি আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে সহযোগিতা করবে।বাংলাদেশের হাই কমিশনার তার এই সফরকালে মুখ্যমন্ত্রী, গভর্নর এবং সিকিমের মুখ্য সচিবের সঙ্গেও সাক্ষাত করেন।

এখনও আকর্ষণ বাগবাজারে 'বাবুদের বাবু'-র স্মৃতির পুজো

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এ পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'বাবুদের বাবু'-র স্মৃতি। আজ কে-ই বা মনে রেখেছেন সেকালের অন্যতম 'সেলেব' প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে? বাগবাজারের হালদারবাড়ির দুর্গোৎসবে প্রায় ৪৫০ বছর ধরেই এক অদ্ভুত নিয়ম চলে আসছে। কারও মৃত্যুতেও থামে না এই পরিবারের দেবীর পুজো।দেবীর নিত্য পুজোয় কোনও ঘাটতি হয় না। দেবীর মূর্তি কষ্টি পাথরে নির্মিত। দেবী মূর্তিতে লক্ষ্মী,সরস্বতী,কার্তিক,গনেশ এর অবস্থান এর বদলে জয়া এবং বিজয়া অবস্থিত। শীর্ষে মহাকাল এবং তার দুইপাশে পরী মূর্তি দেখা যায়। দেবী পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে। কথিত আছে যে এই বংশের একজন ওড়িশার বালাসোরে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তখন দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন। সেই স্বপ্ন অনুযায়ী একজন মুসলিম জেলের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে তাঁকে যেন নিত্যপুজো করা হয় এই নির্দেশ মেলে। সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ওই অঞ্চলে খনন করে আড়াই ফুটের এই মূর্তি উদ্ধার করেন। সম্ভবত বঙ্গে মুসলমান আক্রমণের সময়ে কোনও ভক্ত দেবীকে মাটির তলায় সুরক্ষিত রেখেছিলেন।

সেই থেকে তিনি হালদার পরিবারে পূজিতা। এই বাড়িতে দেবীর নিত্য পুজো কখনও বন্ধ হয় না,এমনকি বাড়ির কেউ মারা গেলেও মৃতদেহ বাড়ি থেকে বাইরে চলে গেলে দেবীর নিত্য পুজো হয়। এই পরিবারের আর এক পুরুষ প্রাণকৃষ্ণ হালদারের সময়ে অর্থ এবং প্রতিপত্তি দুইই রীতিমতো বৃদ্ধি পায়। বেঙ্গল গেজেট, সমাচার দর্পণ সমেত সেই সময়ের কিছু নামী কাগজে তাঁকে 'বাবুদের বাবু' বলে উল্লেখ করে। ইংরেজদের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকায় তিনি প্রতি পুজোয় তাঁদের আমন্ত্রণ করতেন। নিজের জাঁকজমক এবং ঐশ্বর্য দেখানোর জন্য দেবীর মাটির মূর্তি পুজো করতেন। সেই সঙ্গে ঠাকুরের পাশে এই মূর্তিও পূজিত হতেন। এখন এই বাড়িতে শুধুমাত্র কষ্ঠিপাথরের মূর্তিটিই পূজিত হয়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

গানের কথা নিয়ে বিতর্ক, ব্যাপার হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের বিতর্কে জড়ালেন ব্যাপার হানি সিং। ''মাখনা'' গানের জন্য অনুরাগীদের রোষের মুখে পড়লেন এই পাঞ্জাবি ব্যাপার। তাঁর বিরুদ্ধে নোটিস জারি করেছেন পাঞ্জাবের মহিলা কমিশন। এনিয়ে পুলিশের কাছে স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।পাঞ্জাবের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মণীষা গুলাটি জানিয়েছেন, পাঞ্জাব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্সপেক্টর জেনারেল ও অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারির কাছে এই নিয়ে অভিযোগ করেছেন তিনি। লিখিত অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, হানি সিং তাঁর গানে এমন কিছু কথা ব্যবহার করেছেন, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপমানজনক। ব্যাপারের সম্প্রতি ''মাখনা'' গানটি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে একটি পংক্তি রয়েছে - ''ম্যায় হুঁ ওম্যানাইজার''। এছাড়া গানে আরও একটি লাইন রয়েছে ''সিলিকন ওয়ালি লড়কিয়োঁকো ম্যায় পটাতা হুঁ''। এগুলি নিয়েই আপত্তি তুলেছেন মণীষা।তিনি আরও লিখেছেন, এমন লিরিক্সের জন্য টি-সিরিজের ভূষণ কুমার, গায়ক হানি সিং ও গায়িকা নেহা কক্করের বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত হওয়া দরকার। মহিলাদের অপমান করেছেন তাঁরা। সহজে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এছাড়া গানে আরও অনেক কথা রয়েছে যা মহিলাদের জন্য কুরুচিকর। ভূষণ কুমার ও হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের কথাও বলেন তিনি। এছাড়া সেন্সর বোর্ডের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন মণীষা। পাঞ্জাবে গানটির উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি তুলে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন মণীষা গুলাটি।তবে এই প্রথম যে হানি সিং বিতর্কে জড়ালেন, তা নয়। এর আগে ২০১৩ সালেও একবার গানের লিরিক্স নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। ওই গানটিতে হানি সিং লিখেছিলেন, ''ম্যায় হুঁ বলতকারি''। এছাড়া ''লাক ২৮'', ''ব্লু আইজ'', ''কিকলিকালেরেদ্রি'' ও ''ব্লাউন রং'' গান নিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি।

হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগ ঃ কারণ ও প্রতিকার

এই ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি আমদানিকৃত নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মসূচি মোতাবেক যথারীতি ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে খামারে ডাক প্লেগ রোগের মড়ক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দেশে প্রস্তুত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিতে পার্থক্য হল। এল আর আই কর্তৃক দেশীয় স্ট্রেইন ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ভ্যাকসনের ১০০ মাত্রা টিকা থাকে। ভায়ালে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে মিশ্রিত টিকা হাঁসের বুকের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হ। তিন সপ্তাহ বয়সের হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম টিকা দিতে হয়। ৬ মাস পর্যন্ত এই টিকার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই ৬ মাস পর পর এই টিকা দিতে হয়। খামারে রোগ দেখা দিলে সুস্থ হাঁসগুলিকে আলাদা করে এ টিকা দিতে হয়।

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিস ঃ এটা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হাঁসের বাচ্চার অন্যতম ক্ষতিকর সংক্রামক রোগ। এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ে অনেক হাঁসের মৃত্য ঘটাতে পারে। রোগাক্রান্ত হাঁসের যকৃত প্রদাহ হয় বলে এ রোগকে হেপাটাইটিসও বলা হয়। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। এরপর কানাডা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইতালি, রাশিয়া, ফ্রান্স ব্রাজিল, জাপান, ইজরায়েল থাইল্যান্ড এবং ভারতবর্ষে এটা পাওয়া গেছে।

রোগের কারণ ঃ পিকোরনা ভাইরাস নামক একপ্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্ট হয়।

এপিডিমিওলজি ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে ১-২ সপ্তাহের বয়সের হাঁস অত্যন্ত সংবেদনশীল। বয়স্ক হাঁস এ রোগ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে মুরগি ও টারকিতে এ রোগ হয় না। এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির রোগ এবং প্রকৃতিতে সহঅবস্থানে হাঁসের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ডিমের মধ্যে বা কীটপতঙ্গ দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোগ থেকে সেরে ওঠা হাঁসের পায়খানার সঙ্গে প্ররায় ৮ সপ্তাহ যাবৎ এ ভাইরাস দেহ হতে বেরিয়ে আসে। আক্রান্তের হার প্রায় ১০০ শতাংশ মৃত্যু হার ১ সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ, ১-৩ সপ্তাহের বাচ্চাতে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ৪-৫ সপ্তাহের বাচ্চাতে অতি অল্প।

রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগ অতি দ্রুত অল্পবয়স্ক হাঁসের বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বাচ্চা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। কিছু বাচ্চা শুয়ে থেকে ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকা করে, চোখ বুঁজে পেট ব্যথার জন্য চিৎকার করে এবং পা ঝাপটায়। এভাবে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা গিয়ে থাকে। কিছু কিছু বাচ্চা ঈষৎ সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।

পোস্ট মর্টেমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঃ যকৃত অত্যন্ত স্ফীত, হলুদ বা লালচে হয়। এর উপর বিন্দু বিন্দুরক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া হাঁসের বৃক্ক ও স্ফীত হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ এপিডিমিওলজি রোগ লক্ষ্মণ এবং পোস্টমর্টেম পরিবর্তন এ রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তাইএগুলো দেখে এ রোগ সহজে নিরূপণ করা যায়। এছাড়া পরীক্ষাগারে নিউট্রালাইজেশন এবং আগার জেল ডিফিউশন টেস্ট দ্বারা ভাইরাসের পরিচিতি জানা যায়।

তুলনীয় যোগ ঃ হাঁসের এ রোগ ডাকপ্লেগ রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে। তবে এ রোগ একটি নির্দিষ্ট বয়সের হাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ জন্মের পর থেকে ৩-৪ সপ্তাহ এবং ডাক প্লেগ সব বয়সের হাঁসেই হয়। এছাড়া ডাক প্লেগ রোগ প্রধানত বয়স্ক হাঁসেই অধিক হয়। সুতরাং কোন খামারে যদি ডাক প্লেগ হয় তাহলে সেখানকার ছোট এবং বড় সব বয়সের হাঁসই আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ডাক প্লেগ রোগে শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর রক্তপাত ঘটে যা এ রোগে হতে দেখা যায় না।

চিকিৎসা ঃ এন্টিসিরাপ থেরাপি এ রোগে যথেষ্ট কার্যকরি। এক্ষেত্রে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউনাইজড হাঁস থেকে রক্ত নিয়ে আক্রান্ত প্রতিটি হাঁসে ০.৫ মিলি করে ইঞ্জেকশন করলে যথেষ্ট সুলফ পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ রোগ প্রতিরোধের জন্য জন্মের পর ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাগুলোকে পৃথকভাবে উপায় রাখলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতেপারে। এছাড়া অনাক্রম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ অনাক্রম্যতা ৩ প্রকারে সৃষ্টি করা যায় যেমন

১) জন্মের ১ দিনের দিন থেকে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউন রক্ত হাঁসের বাচ্চাদের ইঞ্জেকশন করা যায়। এতে অপ্রতিরোধী ইমিউনিটি দ্বারা হাঁসের বাচ্চার রোগ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।
২। ডিমপাড়া হাঁসকে টিকা প্রদান করে তার দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা এত মাতৃদেহ হতে এন্টিবডি ডিমের কুসুমের মধ্য দিয়ে বাচ্চর দেহে প্রবেশ করে তাকে রক্ষা করে।
৩) জন্মের পরই হাঁসের বাচ্চাকে টিকা প্রদান করা।

ভাট ক্যাম্পে যিশু সেনগুপ্ত'র অভিনেতার কাছে এ যেন স্বপ্নপূরণ

বলিউড আর টলিউড! সমতা বজায় রাখতে বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে গেছেন এই বাঙালি অভিনেতা। এমনকী তাঁর ছবির তালিকায় বেড়েই চলেছে হিন্দি ছবির সংখ্যা। তিনি অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত। এবার তিনি কাজ করতে চলেছেন মহেশ ভাটের সঙ্গে, তাও ''সড়ক টু'' ছবিতে। যদিও এর আগে ভাট ক্যাম্প থেকে একটি ছবি করার অফার এসেছিল কিন্তু ডেটের সমস্যার কারণে সে কাজ করতে পারেননি যিশু।ছবিতে বলিউডের জনপ্রিয় মুখেদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন অভিনেতা। যিশু বললেন, ''কুড়ি বছর পর ফিরছেন মহেশ ভাট। আর সেই ছবিতে আমাকে ভেবেছেন এটাই সম্মানের। স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। এত ভাল ভাল ছবি যিনি বানিয়েছেন সেই মহেশ ভাটের পরিচালনায় কাজ করতে পারব। সেই কারণেই ছবিটা করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।''সামনেই মুক্তি পেতে চলেছে মৈনাক ভৌমিকের পরিচালনায় যিশুর ছবি ''বর্ণপরিচয়''। আপাতত তারই প্রচারে কলকাতায় রয়েছেন অভিনেতা।

সামনেই সপ্তাহেই উড়ে যাওয়ার কথা হায়দরাবাদ। এনটিআরের বায়োপিকের পর আরও একটি তামিল ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। ১৯ জুলাই নেটফ্লিক্সে আসছে যিশু অভিনীত ''টাইপরাইটার''। ''মর্দানি টু''-এর শুটও প্রায় শেষের দিকে। ''মণিকর্নিকা''-র পর ''সড়ক টু'', সবমিলিয়ে বেজায় ব্যস্ত তিনি।''সড়ক টু''য়ে অভিনয় করবেন আলিয়া ভাট। এছড়াও মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে দিদি পূজা ভাট ও সঞ্জয় দত্তকে। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন সদাশিব আম্রপুরকর। ছবিতে মহেশ ভাটের দুই কন্যা ও সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও থাকবেন আদিত্য রায় কাপুর। প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালে মুক্তি পেয়েছিল পূজা ভাট ও সঞ্জয় দত্তের ''সড়ক''। সেই জনপ্রিয় ছবিরই সিক্যুয়েল ''সড়ক টু''। সম্ভবত ২০২০ সালের মাঝামাঝি মুক্তি পাবে এই ছবি।

বাবা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবিতে এবার ''লক্ষ্মী ছেলে'' উজান

নিজস্ব প্রতিবেদন: উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ছবি ''রসগোল্লা''র হাত ধরেই টলিউডে ডেবিউ করেছেন কৌশক ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় পুত্র উজান গঙ্গোপাধ্যায়। পাভেলের ''রসগোল্লা'' ছবিতে নবীনচন্দ্র দাশের ভূমিকায় উজানের অভিনয়ে বাংলার সিনেমাপ্রেমী দর্শক মুগ্ধ। আর এবার দ্বিতীয় ছবির কাজ শুরু করতে চলেছেন উজান। জুটি বাঁধছেন বাবা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে।বাবা ও ছেলে জুটির এই ছবির প্রযোজনাও করছে উন্ডোজ প্রোডাকশন। ছবির নাম ''লক্ষ্মী ছেলে''। প্রযোজনা সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ''লক্ষ্মী ছেলে''র ফার্স লুক। সম্প্রতি নন্দনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ছবির কথা প্রযোজনা সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়।তরুণ প্রজন্ম মানেই উদাসীন, তাঁদের সবকিছুই খারাপ এই ধারনাই এই ছবির মাধ্যমে ভাঙতে চলেছেন পরিচালক। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, উজান তাঁর ঘরের ছেলের মতো। তিনি উজানের দ্বিতীয় অভিভাবক বললেও ভুল হয় না। কারণ, উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ছবির মাধ্যমেই ডেবিউ হয়েছে উজান গঙ্গোপাধ্যায়ের। জানা যাচ্ছে আগামী অগস্ট মাস থেকেই শুরু হবে ''লক্ষ্মী ছেলে''র শ্যুটিং। আগামী বছর মুক্তি পেতে পারে এই ছবি।

প্রিয়াঙ্কাকে দেখলেই চিৎকার করতেনপরিচালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বলিউডে যখন প্রথম কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, তখন কেমন অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? পরিচালকরাই বা তাঁর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন? সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।তিনি বলেন, বলিউডে যখন কেরিয়ার শুরু করেন, তখন কিছু বুঝতে পারতেন না তিনি। এমনকী, এমন অনেক গিয়েছে, যখন পরিচালকরা তাঁকে দেখে চিতকার করে উঠতেন। শুধু চিতকারই নয়, পরিচালকরা তাঁকে অনেক সিনেমা থেকেও বের করে দিতেন বলে জানান পিগি চপস। প্রিয়াঙ্কার ওই মন্তব্য শোনার পরই জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। তবে যখন তাঁর সঙ্গে এই বিষয়গুলি ঘটত ক্রমাগত, তখন তাঁকে কেউ চিনতেন না বলেও জানান প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।মার্কিন পপ তারকা নিক জোনাসকে বিয়ে করার পর, আপাতত মার্কিন মুলুকেই রয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সেমবার মুক্তি পায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং ফারহান আখতারের পরবর্তী সিনেমা ''দ্য স্কাই ইস পিঙ্ক''-এর প্রথম পোস্টার। এই সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা এবং ফারহানের সঙ্গে রয়েছেন জায়রা ওয়াসিমও। মঙ্গলবার ''দ্য স্কাই ইস পিঙ্ক''-এর ট্রেলার মু পাবে বলে জানা যাচ্ছে।

অপু ট্রিলজির রিমেক করছি না

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: হঠাৎ বাংলা ছবি প্রযোজনায় এলেন কেন? এই ছবির পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র ও সহ প্রযোজক গৌরাঙ্গ জালান আমাকে ছবির চিত্রনাট্য শোনান। আমি তো প্রথম থেকেই বাংলা ছবির ভক্ত। আমার বাড়ির ভিডিও লাইব্রেরিতে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেনের সব ছবি আছে। কাজেই গত দশ বছর ধরেই বাংলা ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছেটা ছিল। পরে এই 'অভিযাত্রিক' ছবির ভাবনাটা বেশ ভাল লেগে গেল। তবে এটাও বলব, এই সময়ে দাঁড়িয়ে চল্লিশ দশককে পর্দায় ফেরান সত্যিই কঠিন কাজ। এক সময়ে সত্যজিৎ রায় 'অপু'কে নিয়ে ট্রিলজি তৈরি করেছিলেন। সেই জায়গায় 'অপু' আবার পর্দায় আনাটা কি বিতর্কের সৃষ্টি করতে পারে? আমি জানি বাঙালিরা সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে কতখানি আবেগ প্রবণ। তবে আমাদের ছবিটা বিভূতিভূষন বন্দোপাধ্যায়ের মূল উপন্যাস অনুসরণেই হচ্ছে। কিন্তু আমরা 'অপু ট্রিলজি'র রিমেক করছি না। 'অপুর সংসার' ছবিটা যেখানে শেষ হচ্ছে মানে অপু কোলে তুলে নিচ্ছে কাজলকেসেখান থেকেই 'অভিযাত্রিক'-এর অভিযান শুরু। আসলে আমরা 'অপু ট্রিলজি'কে সামনে রেখে সত্যজিৎ রায়ের দেখানো পথেই এগোব। আঞ্চলিক ছবির প্রযোজনা বা পরিচালনায় এবার কি আপনাকে নিয়মিত পাওয়া যাবে? যদি কোনও বিষয় আমার হৃদয় ছুঁয়ে যায়, সে যে ভাষাতেই হোক না কেন, তাহলে আবার আঞ্চলিক ছবি প্রযোজনায় ফিরে আসব। বাংলার আর কোনও পরিচালকের সঙ্গে কি কাজের কথা হচ্ছে? না, এখনও কোনও কথা হয়নি। আগে 'অভিযাত্রিক' শেষ হোক, তারপর মন দেব। আপনার শেষ দেখা বাংলা ছবি? 'অটোগ্রাফ' দেখেছি, 'রাজকাহিনি' দেখেছি। সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ছবি আমার ভাল লাগে। এবার তো 'গুমনামি' আসছে। বিষয়টা আমাদের কাছে একটা 'মিথ'। ছোটবেলায় গুরুজনদের কাছে গুমনামি বাবার অনেক গল্প শুনেছি। সৃজিত যেটা করেছে তাতে বেশ সাহসের পরিচয় আছে। কারণ 'গুমনামি' করতে সাহস লাগে। আর সেটাই আমার ভাল লেগেছে। বিতর্ক তো থাকবেই তবে আমি বলব সিনেমাটা শুধু একটা সিনেমাই। আপনার নতুন ছবির কাজ কী? আমার পরের ছবি বালি মাফিয়াদের নিয়ে। এখন চিত্রনাট্যের কাজ চলছে। তবে অভিনেতা-অভিনেত্রী এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

শুধুমাত্র রীতেশের শিল্পকলাকে সম্মান জানাই :টাইগার শ্রফ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: নাচ এবং অ্যাকশনে তিনি কারও থেকে কম যান না। হৃত্বিক রোশনের পর নাচে তাঁর নামই দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। তবে এখন ''বাঘি ৩'' নিয়ে ব্যস্ত আছেন টাইগার শ্রফ। ছবিতে নিজের অ্যাকশন দৃশ্যের কোরিওগ্রাফ নিজেই করবেন বলে জানিয়েছেন অভিনেতা। শ্রদ্ধার সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। তবে এই ছবিতে শ্রদ্ধা এবং টাইগার ছাড়াও রয়েছেন অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ। তবে তিনি কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। টাইগার বলেন, রীতেশ দেশমুখের সঙ্গে কাজ করা বেশ ভালো হবে। তিনি একজন ভালো অভিনেতা। তাঁর কাজকে আমি সম্মান জানাই। তাঁর মধ্যে যে প্রতিভা আছে তাতে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন।অভিনেতা বলেন, রীতেশের শিল্পকলাকে সত্যি কুর্ণিশ জানাতে হয়। তাঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা ভালো হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তাঁর কাজগুলো আমার দেখা হয়েছে এবং অনেক কিছু জানার এবং শেখার রয়েছে। খুব শীঘ্রই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। রীতেশের পাশাপাশি টাইগার শ্রদ্ধা কাপুরের প্রশংসা করেছেন। ''বাঘি''-তে এদের জুটি প্রথম দেখা যায়। এরপরেই ''বাঘি২''-তে কাজ করার কথা ছিল শ্রদ্ধার। কিন্তু শ্রদ্ধার বদলে দেখা গিয়েছিল দিশা পাটানিকে।শ্রদ্ধার বিষয়ে অভিনেতা জানান, আমি তাঁর বড় ভক্ত। শ্রদ্ধার সঙ্গে আগেও কাজ করেছি। দ্বিতীয়বার কাজ করতে চলেছি। শ্রদ্ধার মধ্যে এনার্জি রয়েছে এবং সে সবসময় নিজের বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। ''বাঘি ৩'' ২০২০-র ৬ মার্চ মুক্তি পাবে। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন আহমেদ খান।

অনলাইন বুকিংয়ে বাড়ছে আত্মহননের ঝুঁকি

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে অনলাইন ক্রাইমের মাত্রা । তরুণ প্রজন্মের দিনের একটি বিরাট অংশ কেটে নিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো। সম্পর্ক গড়ার পাশাপাশি নানাবিধ ভাঙনও তৈরিহচ্ছে। বাড়ছে মানসিক স্ট্রেস। এই স্ট্রেটের অন্যতম কারণ অনলানি বুকিং।

অনলাইন বুকিং কী?

ইন্সট্যান্ট মেসেজিৎ,ই মেইল, চ্যাট রুম, ফেসবুক ও ট্যুইটারের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাউকে হুমকি, উৎপীড়ন, ভয় দেখানো বা হয়রানি করাকে সাইবার বুলিং বলে।

সাইবার বুলিং, বিভিন্ন রকম হতে পারে। হুমকি দেওয়া, উত্তেজনাকর অপমান, সাম্প্রদায়িক বা নৃত্বাত্বিক তিরস্কার, ভুক্তভোগীর কম্পিউটারে ভাইরাস সংক্রমণের চেষ্টা ইত্যাদি।

সাইবার বুলিং অপরাধীদের অধিকাংশই টিএনজার বা তরুণ প্রজন্ম। এক্ষেত্রে উৎপীড়ক একটি ফসল ইউজার নেম ব্যবহার করে আসল পরিচয় গোপন রাখো। যার ফলে ভুক্তভোগী আসল অপরাধীকে সহজে চিহ্নিত করতে পারে না। অনলাইনে প্রায় ৪৩ শতাংশ ছেলে মেয়েই এ উৎপীড়নের স্বীকার হয়। এটি প্রতি চরজনের মধ্যে একজনের বেলায় একবারের বেশি সময় বটে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটির ৮০ শতাংশ বার তার বেশি টিনএনজাররা নিয়মিত মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। আর মোবাইলফোন সাইবার বুলিংয়ে সবচেয়ে কমন মাধ্যম। অন্যদিক্কে, ৬৮ শতাংশ টিনএজার সম্মত হয়েছে যে সাইবার বুলিং একটি বড় সমস্যা। ৮১ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী অল্পবয়সী একমত হয়েছে, সরাসরি কাউকে উৎপীড়নের চাইতে অনলাইনে উত্যক্ত করা, ঠাট্টা, বা হাসি তামাসা করা সহজ। যার ফলে সমস্যাটি বাড়ছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন বুলিংয়ের ১০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে মোটে একজন নিজেদের ভোগান্তির ব্যাপারে বাবা মা বা বিশ্বস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ্যদের অবগত করে।

গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, সাইবার বুলিংয়ের শিকার ও অপরাধী উভয় দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৮ শতাংশ অনলাইনে কষ্টদায়ক উক্তির স্বীকার হয়েছে। এদের দশজনের মধ্যে আবার চারজন দুই বা ততোধিক খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গেছে।

দুর্ব্যবহার, উৎপীড়ন, ঠাট্টা, গসিপ দুই থেকে নয়বার বা তার বেশি হলে তা ব্যক্তির আত্মহননের ইচ্ছেকে বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের।

এছাড়া, সাইবার বুলিংয়ের স্বীকার করে ভুক্তভোগী সাইকোলজিক্যাল, ফিজিক্যাল ও ইমোশনাল স্ট্রেস পিরিয়ড পার করতে পারে। বাড়তে পারে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। যদিও উৎপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে একেকজনের প্রতিক্রিয়া একেকরকম ।কিন্তু গবেষণায় কিছু সাধারণ ফলাফলেরক কথা বলা হয়েছে। মোটা দাগে বলা হয়েছে, সাইবার বুলিং হতে পারে গভীর বিষন্নতা ও দুঃশ্চিন্তার অন্যতম কারণ।

সারা আলি খান এবং কার্তিক আরিয়ানের সম্পর্ক নিয়ে নতুন তথ্য !

মুম্বই : ''কফি উইথ করণ'' শো থেকেই কার্তিক আরিয়ানের প্রতি একটি ''ক্রাশ'' অনুভব করেছিলেন সারা আলি খান। সে কথা ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে সর্ব সমক্ষে স্বীকার করেছেন নায়িকা। শুধু তাই নয় ইমতিয়াজ আলির পরবর্তী ছবিতে দু''জনে এক সঙ্গে কাজও করেছেন। সেই ছবি শুটিং-এর সময়ের বেশ কিছু মুহূর্তও ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন সারা আলি খান।জানেন কি, সেই ছবিতে কমেন্ট করেছেন কে? ''সিম্বা''র নায়ক রণবীর সিং। তিনিই নাকি কার্তিকের সঙ্গে সারার প্রথম দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন সারাকে। সঙ্গে লিখেছেন ''কিউট''। বলে রাখা ভালো শেয়ার হওয়া মাত্রই এই ছবিগুলি নেট দুনিয়ায় ছেয়ে গিয়েছে। প্রায় আড়াই কোটির কাছাকাছি লাইক পেয়েছে।সারার শেয়ার করা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে কার্তিক-সারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন। এই ছবির ক্যাপশন লিখেছেন সারা। লিখেছেন, ৬৬ দিন আর কোটি কোটি স্মৃতি। তিনি প্রযোজক ইমতেয়োজ আলিকে তাঁর স্বপ্ন সত্যি করার জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন। ধৈর্য্য ধরে প্রত্যেক দিন তাঁকে শিখিয়ে নেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, কাজের ওই দিনগুলিতে খুব আনন্দ করেছেন। এখন তার অভাব অনুভব করছেন।যাইহোক, এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও কিছু লিখেছেন। তবে তা কার্তিকের সম্বন্ধে। মুহূর্তের মধ্যে খুব সহজ ভাবে মিশে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন কার্তিককে। তিনি যে কার্তিককে ''মিস'' করছেন সে কথাও লিখতে ভোলেননি। লিখেছেন, তিনি এত বেশি বার ''মিস'' করছেন যে তা তাঁদের বলা এবং জানার বাইরে।রণবীরের কমেন্টের প্রেক্ষিতে কার্তিক মন্তব্য করেছেন, ''আপনি জানেন না কত বার আমি আপনার লেখা সেই লাইনগুলি পড়েছিলাম''।সারা একাই নয়। কার্তিক শুটিং-এর একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার পিএম মোদি খ্যাত অভিনেতা

আমিশা প্যাটেলের পর এবার প্রতারণার অভিযোগ উঠল আর এক বলিউড অভিনেতার বিরুদ্ধে। প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ''মার্ডার ২'' অভিনেতা প্রশান্ত নারায়ণকে। কেরল পুলিশের তরফে জানানো হয়ছে, আপাতত অভিনেতাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাখা হয়েছে।কেরল পুলিশের তরফে ইন্সপেক্টর প্রতাপ জানিয়েছেন, অভিনেতা প্রশান্তের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের হয়েছে। মালায়ালাম ছবির প্রযোজক থমাস পানিক্কর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ২০১৭ সালে একটি মালায়ালম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন প্রশান্ত। ছবির পর প্রশান্ত ও থমাসের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়। অভিযোগ এরপর প্রশান্ত থমাসকে বলেন মুম্বইয়ে তাঁদের একটি কোম্পানি আছে। সেটি দেখভাল করেন তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুর। থমাস সেখানে পরিচালক হিসেবে কাজ করতে পারবেন। এরপর থমাস ১.২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেন প্রশান্তের কোম্পানিতে। পরে থমাস জানতে পারেন, তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে।

ত্বকের বয়স কমাবে লিচুর মাস্ক

বয়স ত্রিশ পার হলে ত্বকের স্বাভাবিক ইলাস্টিসিটি কমে যায়। আমাদের দেশে আবহাওয়া ও বিভিন্ন কারণে অনেকেই ত্রিশ পার হওয়ার আগেই এই সমস্যায় পড়েন। তবে এটাও ঠিক বয়সকে চাইএণ্ডও ধরে রাখা যায় না। ত্বকে যেন বয়সের ছাপ না পড়ে তার জন্য কত কিছুই না করে থাকেন আপনি। জানেন কি আপনার হাতের কাছেই একটি জিনিস আছে, যা দিয়ে আপনার বয়সকে ৪-৫ বছর কমিয়ে রাখতে পারবেন।এটি একটি ফল, যার নাম লিচু।যেভাবে ত্বকের বয়স কমাতে লিচুর মাস্কলিচুতে প্রচুর এন্টিঅক্সিডেন্ট , ভিটামিন সি, পটাশিয়াম রয়েছে। এরাত্বকের স্বাভাবিক আর্দ্রতা নিশ্চিত করে ত্বকের যৌবন ধরে রাখে। লিচুর এই উপাদানগুলো কাজ করে মুখেণ শুষ্কভাব দূর করতে, কপালের ভাজ পড়া, ঠোঁটের চার পাশের বলি রেখা, গলা এবং বুকের পিগমেন্টেশন দূর করতেও ভূমিকা রাখে। ত্বকের তৈলাক্ততা দূর করে বিধায়, লিচু খেলে ব্রণের উপদ্রবও কমে।

সোমবার আগরতলা ক্যান্সার হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল মিস্টি বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

দীঘার সমুদ্র সৈকতে শিশুর দেহ উদ্ধার

দিঘা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার বেলার দিকে ওল্ড দিঘার জগন্নাথ ঘাট থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল ৭ বছরের শিশু আবির ধারা।

এরপর টানা খোঁজ করেও কোথাও তার সন্ধান মেলেনি।সোমবার সকালে মেরিনা ঘাটের সমুদ্রের পাড়ে উদ্ধার হল শিশুটির নিথর দেহ। গত শুক্রবার আবির তার বাবা, মা, দিদি ও এলাকার একদল পর্যটকের সঙ্গে হুগলীর জলঙ্গী থেকে এসেছিল বেড়াতে। তারা এসে ওল্ড দিঘার শিবালয় রোডের একটি হোটেলে ওঠে।

শনিবার পরিবারের সঙ্গে সমুদ্রে স্নানে যায় শিশুটি। কিন্তু তার বাবা ও মা অন্য শিশুদের সঙ্গে তাঁদের ছেলে ও মেয়েকে রেখে সমুদ্রে স্নানে মত্ত হয়ে যান। সেই সময় তারা এতটাই অন্যমনস্ক হয়ে যান যে ছেলেটি কখন তাদের পিছু ধাওয়া করে সমুদ্রে নেমে গিয়েছে তা কেউই খেয়াল করেননি। বেলা ১টা নাগাদ তাদের খেয়াল হয়, শিশু পুত্রটিকে দেখা যাচ্ছে না। কেউই বলতে পারেনি ছেলেটি কোথায় গেল। শনিবার সন্ধ্যে নাগাদ দিঘা থানায় তারা শিশুর নিখোঁজের ঘটনাটি জানান। দিঘা থানার পুলিশ প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিল, বাবা মায়ের গাফিলতিতেই শিশুটি জলে তলিয়ে গিয়ে থাকবে।

সেই আশঙ্কাই সত্যি হল সোমবার। এদিন সাত সকালে শিশুটির নিথর দেহ স্থানীয়দের নজরে আসে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ছুটে এসে মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। সেই সঙ্গে মৃতের বাবা ও মাকেও খবর দেওয়া হয়েছে। তারা এসে দেহটিকে শনাক্ত করেছেন বলে জানা যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দেহটিকে আজ ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের পর দেহটিকে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

আজ হাওড়ায় জমায়েতের ডাক বাম ছাত্র-যুব সংগঠনগুলির

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নবান্ন অভিযানে পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ তুলে আজ, সোমবার হাওড়ায় জমায়েতের ডাক দিয়েছে বাম ছাত্র-যুব সংগঠনগুলি।

পুলিশের ভূমিকার প্রতিবাদে রবিবারই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে নালিশ জানিয়েছিল বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের প্রতিনিধিরা। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কাছে ঘটনায় জড়িত পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি যে ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের অবিলম্বে মুক্তিরও দাবি জানানো হয়। সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সায়নদীপ মিত্র জানিয়েছেন, রাজ্যপাল তাঁদের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে শুনেছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

তিন দফা দাবির ভিত্তিতে গত শুক্রবার ১২টি বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের নবান্ন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার বেঁধে যায়। পুলিশের সঙ্গে বাম ছাত্র-যুবদের ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হয়। দু''পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৫ জন পুলিশ কর্মী সহ ৬২ জন আন্দোলনকারী জখম হন। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বাম ছাত্র-যুবরা। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, কিভাবে একটি শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র মিছিলের উপরে পুলিশ নৃশংসভাবে হামলা চালাল ? তারা ঘটনার দিনের যাবতীয় তথ্য ও ছবিও তুলে দেন। ঘটনাস্থল থেকে ধৃত ২২জন কর্মীকে যেভাবে গ্রেফতার করে খুন ছাড়া সমস্ত রকমের ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে, তারও প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

চারদিনের সফরে ২৭শে শিলচর আসছেন সংঘপ্রধান ভাগবত

শিলচর (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চারদিনের সফরসূচি নিয়ে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর শিলচর আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। এদিন সকালের বিমানে শিলচরের কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন তিনি।

সংঘের এক সূত্র জানিয়েছে, বাৎসরিক যোজনার অঙ্গ হিসেবে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের এটা স্বাভাবিক সফর। বিশেষ কোনও কার্যক্রম রাখা হয়নি তাঁর জন্য। এই কয়দিন সংঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের বিভিন্ন স্তরের প্রচারক এবং শিলচর নগরের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করবেন তিনি। খোঁজখবর নেবেন সংঘের কাজকর্মের। ৩০ সেপ্টেম্বর সকালের বিমানে তিনি দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করবেন, জানিয়েছে সূত্রটি। এদিকে মোহন ভাগবতের শিলচর সফরকে কেন্দ্র করে কাছাড় জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে শিলচরের অম্বিকাপট্টিতে অবস্থিত সংঘ কার্যালয় কেশব নিকেতন-এ এসে কাছাড় পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা জেডপ্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ভাগবতের সফরসূচির বিস্তারিত সংগ্রহ করেছেন বলে এক সূত্রের খবর।

মেন্ধর সেক্টরে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের

শ্রীনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের। রবিবার রাত ১০টা ৩০মিনিট নাগাদ জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বালাকোটের মেন্ধর সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে মর্টার শেলিং করতে থাকে পাকিস্তান। পাশাপাশি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে চলতে থাকে অবিরাম ধারায় গুলি বর্ষণ। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত।

সচেতনতা আনতে আজ পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে সিইএসসির শিবির

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দুর্গাপুজোর মণ্ডপগুলির অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যাতে যথাযথ থাকে, সেজন্য পুজোকমিটিগুলিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেবে দমকল দফতর। সিইএসসি-ও ওই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আজ, সোমবার সিইএসসির পক্ষ থেকে দক্ষিণ কলকাতায় পুজো কমিটিগুলিকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

দমকলের ডিজি জগমোহন দিন দুই আগে কলকাতায় একটি বেসরকারি হোটেলে বৈদ্যুতিক কারণে আগুন থেকে সুরক্ষা সংক্রান্ত এক আলোচনাসভায় জানান, এই বিষয়ে গ্রাহকদের সচেতনতা দরকার। আমরা ঘন ঘন মোবাইল ফোন পরিবর্তন করি। কিন্তু, বাড়ির বৈদ্যুতিক তার বদলাই না। এমন এসি নেওয়া দরকার, যেগুলি টানা ২৪ ঘণ্টার বেশি চলতে পারে। আমরা প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি পুজোর সময় মণ্ডপগুলিতে পোস্টার দিয়ে প্রচার করব, আগুন লাগলে কী করবেন, আর কী করবেন না। পাশাপাশি তিনি জানান, দমকলে ড্রোন ও রোবট নেওয়া নিয়ে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে।

পাওয়ার কেবল অ্যালায়েন্স (পিসিএ), ফায়ার অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (এফএসএআই)-এর সহযোগিতায় কলকাতায় এ ব্যাপারে একটি সেমিনারের আয়োজন করে ইন্টারন্যাশনাল কপার অ্যাসোসিয়েন অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই)।

সরকারি ভবনগুলিতে বৈদ্যুতিক কারণে অগ্নিকাণ্ড ঠেকাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা এর অন্যতম লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে ছিলেন আইসিএআই-এর এমডি সঞ্জীব রঞ্জন, সিইএসসির এমডি দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ১০০ প্রতিনিধি এই আলোচনাসভায় অংশ নেন। সব বক্তাই বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুন লাগা আটকাতে সচেতনতার উপর জোর দেন। কলকাতায় অনেক পুরনো বাড়িতে ওয়্যারিং পরিবর্তন করা হয় না। সঞ্জীব রঞ্জন বলেন, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় এ দেশে গড়ে প্রতিদিন ১৩ জনের মৃত্যু হয়। পুরনো প্রবাদ রয়েছে, রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ না হতে দেওয়াই ভালো। আমাদেরও সেই ব্যবস্থাই নেওয়া উচিত।

প্রধানমন্ত্রীর সাফল্য নিয়ে লখনউতে প্রদর্শনী

লখনউ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবন ও একাধিক বিষয়ে তাঁর কৃতিত্ব নিয়ে উত্তরপ্রদেশের লখনউতে দলের রাজ্য সদর কার্যালয়ে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে বিজেপি। একাধিক বৃহদ হোর্ডিং দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শৈশব থেকে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে উঠে আসার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর বিভিন্ন কৃতিত্ব।

সোমবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। উপস্থিত থাকবেন দলের রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল। উল্লেখ করা যেতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন সেই উপলক্ষ্যে ১৪ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশজুড়ে সেবা সপ্তাহ পালন করছে বিজেপি। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর জীবন ও সাফল্য নিয়ে রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

শিলিগুড়ির জাংশনে আগুনে ভস্মীভূত ১৪টি দোকান

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলিগুড়ির জংশন এলাকায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত ১৪টি দোকান। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় দু'ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল। এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সোমবার ভোর ৩টে ৩০মিনিট নাগাদ জংশন এলাকার তেনজিং নরগে বাসস্ট্যান্ডের কাছে থাকা একাধিক দোকানে আগুন লাগে। দেখতে তা ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা খবর দেয় দমকলে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। প্রায় দুই ঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হয় দমকল। কি কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে

মমতা-শোভন কথা, তৃণমূলে ফেরার জল্পনা এক পা এগিয়ে

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জল্পনা সত্যি করে কি তবে ফের পুরনো দলেই ফিরতে চলেছেন ? মাত্র এক মাসেই কি বিজেপির উপর মোহভঙ্গ হল কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের? এই প্রশ্নই রবিবার রাতে আরও জোরালো হল তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ফোনে কথার খবরে।

শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলে ফিরে আসার প্রস্তুতি নিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার' খবর করেছিল শনিবারই। সূত্রের খবর, রবিবার রাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। যদিও দুই পক্ষের তরফেই এই খবরের সত্যতা স্বীকার করা হয়নি।

উল্লেখ্য, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের মতের মিল হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে, ক'দিন আগেই শোভনবাবুর সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কথা হয় বলে খবর। বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি শিক্ষামন্ত্রীকে ফোন করেছিলেন তখন শোভনবাবুর সঙ্গে পার্থবাবুর কথা হয়। সূত্রের খবর কলকাতার

ছয়ের পাতায়

অন্ধ্রপ্রদেশে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় নিহত দুই, জখম চার

কৃষ্ণা(অন্ধ্রপ্রদেশ), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অটোর পেছনে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা। নিহত দুই। সোমবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণায়। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর জখম চার।

এদিন সকালে মির্জাপুরম গ্রাম থেকে জেলার হনুমান জাংশনের দিকে যাচ্ছিল একটি অটো। সীতারামপুরম পেরনোর পর অটোর পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বেপরোয়া গাড়ি। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে দুইজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। পাশাপাশি চিকিৎসাধীন আহত চারজন। দুর্ঘটনার ব্যাপকতা এতটাই ছিল যে অটোটি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছ। পেডাপাডু থানার সাব-ইনস্পেক্টর জ্যোতি ভাসু জানিয়েছেন এফআইআর দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

কলম্বিয়ায় ভেঙে পড়ল বিমান, নিহত সাত

বগোতা(কলম্বিয়া), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণপশ্চিম কলম্বিয়ায় ভেঙে পড়ল বিমান। নিহত সাত। পাশাপাশি গুরুতর জখম দুই।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার পোপায়ান থেকে ট্রান্সস্পেসিফিকো বিমানসংস্থার ছোট এক বিমান টেক অফ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

দুইটি ইঞ্জিন বিশিষ্ট পাইপার পিএ-৩১-৩৫০ মডেলের বিমানটি পোপায়ান থেকে লোপ্যাজ ডি মিকায়ের দিকে যাচ্ছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই বিমানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আহত যাত্রীদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে তাদের চিকিৎস চলছে। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মর্মান্তিক এই বিমান দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন পোপায়ান শহরের মেয়র সিজার গোমেজ।

সোমবার রাজধানীতে আয়োজিত মিডিয়া ওয়ার্কশপের একটি মুহূর্ত। ছবি- নিজস্ব।

৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের হেরোইন বাজেয়াপ্ত নারকেলডাঙায়

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কলকাতার নারকেলডাঙায় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৪০০ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করল কলকাতা পুলিশের নার্কোটিক সেলের আধিকারিকেরা। সোমবার পুলিশের তরফে এমনই জানানো হয়েছে।

বাজেয়াপ্ত হওয়া হেরোইনের দাম প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। এই ঘটনায় বছর ৪০-এর শান্তিপদ পাল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের বাড়ি নদিয়া জেলার কালীগঞ্জে। রবিবার গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে নারকেলডাঙায় তল্লাশি অভিযান চালায় নার্কোটিক সেলের আধিকারিকেরা। সেই সময় বছর ৪০-এর শান্তিপদ পালকে তল্লাশি করে তার কাছ থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪০০ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়। উপযুক্ত কোনও কারণ দেখাতে না পারায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে নারকেলডাঙা থানায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এর পেছনে কোনও চক্র কাজ করছে কিনা তার খোঁজ করা হচ্ছে। এদিন ওই ব্যক্তিকে শিয়ালদহ আদালতয়ে তোলা হবে।

নন্দকুমারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল চিংড়ি বোঝাই ট্রাক

মারিশদা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার সকালে দিঘা নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল ভেনামি চিংড়ি বোঝাই একটি ট্রাক। সেই মাছ কুড়াতে এক প্রকার হুড়োহুড়ি পড়ে যায় এলাকায়। সকাল ৮টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে মারিশদা থানার লোকাল বোর্ড বাসস্ট্যান্ডের কাছে। এই দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল বেশ কিছু সময় ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে যান ঘটনাস্থলে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের সহায়তায় ট্রাকের চালক ও খালাসীকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ট্রাকটি কাঁথি থেকে ভেনামি চিংড়ি বোঝাই করে নন্দকুমারের দিকে যাচ্ছিল। একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাল্টি খেয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়েই মাছ তুলতে ভীড় জমান স্থানীয়রা। পরে মারিশদা থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছে।

কাশ্মীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কেন্দ্রকে সুপ্রিম কোর্টের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে কাশ্মীর যাবেন স্বয়ং প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কাশ্মীরে যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রকে সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করার নোটিশ দিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি এস এ বোবডে এবং এস এ নাজিরের একটি বেঞ্চ সোমবার জানিয়ে দেয়, যেহেতু এখনও উপত্যকায় তথাকথিত স্থগিতাদেশ জারি রয়েছে তাই জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টই পারে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে।

সুপ্রিম কোর্টের ওই বেঞ্চে এর আগে কেন্দ্র জানিয়েছিল, সরকারের সব ধরনের সহায়তায় কাশ্মীরের সমস্ত সংবাদপত্র চলছে। এফএম নেটওয়ার্কগুলির সঙ্গে দূরদর্শন এবং অন্যান্য প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলিও কাজ করছে বলে জানায় কেন্দ্র। কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে ভেনুগোপালকে একটি হলফনামায় পরিস্থিতির বিবরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। পাশাপাশি নিজে কাশ্মীরে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। কাশ্মীরকে অবিলম্বে স্বাভাবিক করে তোলারও নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম নির্দেশে জম্মু ও কাশ্মীর যাওয়ার ছাড়পত্র আজাদের

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জম্মু ও কাশ্মীর যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবি আজাদ।

জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর, অনন্তনাগ, জম্মু ও বারামুল্লা যাওয়ার অনুমতি সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে দিয়েছে। নিজের অঞ্চলের মানুষ কেমন রয়েছেন তা জানতে ওই জায়গায় যেতে পারেন গুলাম নবি আজাদ।

দেশের শীর্ষ আদালতকে গুলাম নবি আজাদ জানান জম্মু ও কাশ্মীরে ঢুকতে তাঁকে তিনবার বিমানবন্দরে বাধা দেওয়া হয়। আদালতকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন যে সেখানে গিয়ে কোনও রকমের মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন না। স্রেফ নিজেদের লোকেরা কেমন রয়েছে তা জানতে ও দেখতে জম্মু ও কাশ্মীর যেতে চান।

সুপ্রিম কোর্ট থেকে উপত্যকার যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়ার পর গুলাম নবি আজাদ জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে ধন্যবাদ। সেখান থেকে ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করব। বিষয়টিকে প্রধান বিচারপতি গুরুত্ব দিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন শিশুদের অধিকারের পক্ষে কাজ করে যাওয়া সমাজকর্মী এনাক্ষী গাঙ্গুলি দাবি করেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলে ১৮ বছরের কম বয়সী যেসব নাবালক রয়েছে তাদের দেখাশুনা করতে হবে জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টে। এদিন সুপ্রিম কোর্ট যখন গাঙ্গুলিকে হাইকোর্টে যেতে বলে, তখন তিনি অভিযোগ করেন যে হাইকোর্টে যাওয়া কঠিন। এরপরে সুপ্রিম কোর্ট জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্ট বলে যে এটি গুরুতর বিষয় যে লোকেরা হাইকোর্টে পৌঁছতে পারছে না।

সোমবার ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

টালিগঞ্জে তিন তলা বাড়িতে আগুন ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : টালিগঞ্জ থানা এলাকায় একটি তিন তলা বাড়িতে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য। গুরুতর জখম দুই। ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৫১/১ সতীশ মুখোপাধ্যায় রোডে অবস্থিত তিন তলা এক বাড়িতে সকাল ৭টা ৩০মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। বাড়ির ভেতর থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ও ঘন কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয়রা দমকলে খবর দেয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। বাড়ির ভেতর আটকে থাকা দুই বাসিন্দাদের উদ্ধার করতে সক্ষম হয় দমকল। উদ্ধার হওয়া দুই যুবক আগুনের জেরে জখম হয়েছে। আহতদের এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বাড়ি ভেতর থেকে বাসিন্দাদের উদ্ধার করার পর আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। কি কারণে আগুন লেগেছে তা এখনও জানা যায়নি।

১১ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার বরপেটা থেকে অপহৃত দেবশিশু, গ্রেফতার মহিলা-সহ তিন

বরপেটা (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রায় ১১ ঘণ্টার মধ্যে মায়ের কোল থেকে অপহৃত দেবশিশুকে উদ্ধার করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে নিম্ন অসমের বরপেটা পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলা-সহ তিন শিশু পাচারকারীকে। শিশুটিকে কামরূপ জেলার হাজো এলাকার এক গৃহস্থের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে বরপেটা পুলিশ।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে সদর থানার ওসি জানান, গতকাল শুক্রবার রাতে বরপেটা জেলার অন্তর্গত কলগাছিয়ার বাঁশমুড়া বালিকুড়ি গ্রামের জনৈক বাবুল হুসেন ও নুরুল্লা পারভিনের ১৫ দিনের কন্যাশিশুটি অপহৃত হয়েছিল। রাতে মা নুরুল্লার বুকে কাছে ঘুমিয়েছিল শিশুটি। নুরুল্লা ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগে ছিল হাসানুর আলি এবং ইমান আলি দুই দুষ্কৃতী। এক সময় সুযোগ বুঝে বাবুল হুসেনের ঘরের দরজা ভেঙে নুরুল্লার বুক থেকে শিশুটিকে চুরি করে পালিয়ে যায় হাসানুর ও ইমান আলি।

শিশুটিকে অপহরণ করে হাসানুর আলি ও ইমান আলি নিয়ে পালিয়ে যায় কামরূপ জেলার অন্তর্গত হাজোর খোপনিকুচি গ্রামে। সেখানে জনৈক ওবাইদুল হকের হাতে শিশুকে সমঝে দিয়ে নিজেদের বাড়ি ফেরার পথে ইমান আলিকে সন্দেহের বশে গ্রামের মানুষ ধরে ফেলেন। ইমানকে দেওয়া হয় গণধলাই। তখন সে স্বীকার করে হাসানুর আলির সঙ্গে সে শিশুটিকে চুরি করেছে। ইত্যবসরে ইমান আলির ইয়ন গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেন গ্রামের উত্তেজিত জনতা।

ওসি জানান, ইমান আলির স্বীকারোক্তির ভিত্তিত তাঁরা শিশুটিকে উদ্ধারের জন্য হাজোর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালান। অবশেষে হাজো পুলিশের সহযোগিতায় বরপেটা থানার পুলিশ হাজোর খোপনিকুচি গ্রামের জনৈক ওবাইদুল হকের বাড়ি থেকে অপহৃত শিশুকে উদ্ধার করেন তাঁরা। এর সঙ্গে গ্রেফতার করেছেন ওবাইদুল ও তার পত্নীকে। ওবাইদুল তার জবানবন্দিতে নাকি স্বীকার করেছে, শিশুটিকে শিলঙের কোথাও বিক্রির জন্য দর কষাকষি চলছিল।

পুলিশ অফিসার বলেন, অপহরণের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত হাসানুর আলি ফেরার হয়ে গেছে। তবে শীঘ্রই তাকে আটক করা হবে।

এক পা এগিয়ে

পাচের পাতার পর

প্রাক্তন মেয়র ফের তৃণমূলে ফিরতে চাইছেন।শনিবারও নাকি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বক্সী, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে ফোনে কথা হয়েছে বলে খবর। তিনিও নাকি শোভনকে দলে ফিরতে বলেছেন।

জরুরী পরিষেবা

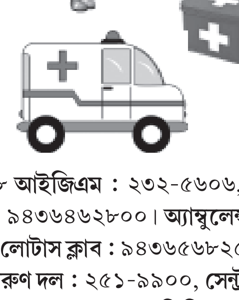

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কায়াকল্প-এর প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে শিলচরের সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতাল

শিলচর (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কায়াকল্প-এর প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে শিলচরের সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতাল। গুয়াহাটির শংকরদেব কলাক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, যুগ্ম স্বাস্থ্যসঞ্চালক ডা. সুদীপজ্যোতি দাসের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। সে সময় ছিলেন শিলচরের সিভিল হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. আশুতোষ বর্মন ও ডিপিএম রাহুল ঘোষ।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রচার ও দেশের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলির মান বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রক দ্বারা প্রচলিত কায়াকল্প একটি জাতীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরির জন্য স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলির প্রচেষ্টাকে প্রশংসিত করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া। উদ্যোগটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণকে উৎসাহ দেয়।

পুরস্কারের অর্থ ৫০ লক্ষ টাকা সতীন্দ্রমোহন দেব সিভিল হাসপাতালের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে যা হাসপাতালের বিভিন্ন উন্নয়নকাজে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন কাজের জন্য হরিনগর বিপিএইচসি, কাটিগড়া মডেল হাসপাতাল, কালাইন এফআরইউ, বড়জালেঙ্গা এমপিএইচসি, নরসিংপুর এমপিএইচসি, জয়পুর এসএইচসি, ধলাই বিপিএইচসি, বড়খলা বিপিএইচসি-সহ বিভিন্ন বিভাগও পুরস্কৃত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কাছাড়ের জেলাশাসক লায়া মাদ্দুরি জেলার স্বাস্থ্যদল ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই পুরস্কার পাওয়ার জন্য হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশা বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। রোগীদের নিরাপত্তা এবং হাসপাতালের যত্নের জন্য প্রতিটি কর্মীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান জেলাশাসক মাদ্দুরি।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আরও অনেক পথ পেরোতে হবে : দীপিকা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে চার বছর আগেই ”লিভ লাভ লাফ ফাউন্ডেশন” খুলেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। রাজধানী নয়াদিল্লিতে রবিবার নিজের ফাউন্ডেশনের তরফে প্রথম লেকচার সিরিজের সূচনা করলেন বলি অভিনেত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাবা প্রকাশ পাড়ুকোন, মা উজালা এবং বোন অনীশা পাড়ুকোন।

অনুষ্ঠানে পদ্মাবত খ্যাত অভিনেত্রী জানান, 'আমার মনে হয় মানুষ এখন অনেক খোলা মনে এই নিয়ে কথা বলতে পারেন। চার বছর আগে চিত্রটা এমন ছিল না। তবে সচেতনতার দিক থেকে দেখতে গেলে এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়া বাকি আছে। এই কাজে সাফল্য পেতে হলে অবসাদ নিয়ে কথা বলায় কুন্ঠা রাখলে হবে না। এগিয়ে আসতে হবে, মন খুলে কথা বলতে হবে।'

”লিভ লাভ লাফ ফাউন্ডেশন”-এর প্রতিষ্ঠাতা দীপিকা পাড়ুকোন এদিন ধন্যবাদ জানান সব সংবাদমাধ্যমকে যারা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা চালু করেছে। ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেই সব অসংখ্য সাক্ষাতকার, আর্টিকেলের জন্যে যেখানে কোনও রাখঢাক না রেখেই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়েছে। এই লেকচার সিরিজ সম্পর্কে দীপিকা জানান, 'মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার জন্যে এই সিরিজে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন পেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তাঁদের জীবন কাহিনি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরাই এই সিরিজের উদ্দেশ্য।'

রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের নবিণ বরণ অনুষ্ঠানে আজ ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ছাত্রছাত্রীরা যাতে সহজে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা যাতে ইউপিএসসির মতো পরীক্ষায় সফলতা পেতে পারে সেজন্যও সরকারী ভাবে কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সেইসাথে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার ক্ষেত্রে যাতে অধ্যাপকরা মনযোগ দেন সেই বিষয়েও তাঁর বক্তব্যে গুরুত্বারোপ করেছে।

সমবায় ব্যাঙ্কের ২১ লক্ষ টাকা গায়েব, দোষিদের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। ২০০৩ সালে ধর্মনগর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ছিল প্রায় ২১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের অডিটে এই কেলেঙ্কারী ধরা পড়ার পর তখনকার এস ডি জি এম সর্মিষ্ঠ। মুখার্জির কোর্টে জি আর ৩১১/২০০৩ নম্বরে ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা চলে। ব্যাঙ্কেরই কর্মী রাজু রঞ্জন ভট্টাচার্য, তখনকার ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার সচীন্দ্র রায়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী জ্যোতিপ্রকাশ চক্রবর্তী, কর্মচারী ছাড়া বিধুভূষণ ঘোষ, গোপাল দত্ত, ভানুলাল রায়, বিপ্লব ধর চৌধুরী, অমিতাভ অধিকারী, সুজিত কুমার রায় এবং সঞ্জীব নাথ, রাজু জ্যোতি প্রকাশ এবং সচীন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে ৪০৯/১০৯/৪৭৭ (এ)/১২০-বি ধারায় মামলা চলে। তাদের বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে রায় প্রদান করা হয়। রায়ে ৪০৯ ধারায় এক বছরের কারাবাস। ৩০০০ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক মাসের কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। তাছাড়াও অন্যান্য ধারায় আরও ৬০০০ টাকা জরিমানা ও ১৫ দিন করে অতিরিক্ত কারাবাসা দেওয়া হয় হয়। অপর ৭ জনকে ৬ মাস করে কারাবাস চলে যায়। বাকি ৮ জন হাইকোর্ট পুনরায় আপিল করে। দীর্ঘ ৫ বছর শুনানীর পর হাইকোর্টের বিচারক সঞ্জয় কারোল ২৩/৮/২০১৯-এ কেলেঙ্কারীর ৮ নায়ককে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন। রায়ে সচীন্দ্র ও জ্যোতিপ্রকাশকে ২ মাসের কারাবাস, ৮৫০০০ টাকা করে জরিমানা এবং অনাদায়ে ১৫ দিন করে জেল হাজতের নির্দেশ দেন। বিধু, গোগাল, বেনুলাল, বিপ্লব এবং অমিতাভকে এক মাসের কারাবাস ৪০০০০ টাকা করে জরিমানা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের করে অতিরিক্ত জেলের নির্দেশ দেন। আগরতলা হাইকোর্টে মামলার রায় বের হওয়ায় ধর্মনগরবাসীর কাছে খবরটি দেরীতে পৌঁছে। এখন এক এক করে আসামীরা যখন জরিমানার টাকা দিয়ে ধর্মনগর জেলে পৌঁছাচ্ছে তখনই মানুষের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। ধর্মনগরবাসীর মধ্যে আবারো কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের স্বচ্ছ স্পষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়াও ব্যাঙ্কের টাকা নয়-ছয় করে পার্টির কারণে মুক্তি পেয়ে যাবে, তা এখন থেকে আর হবে না। দোষী দোষীই হবে এই সরকার আইনের সরকার, অপরাধীকে প্রশ্রয় দেবে না, তা প্রমাণ হয়ে গেল। সরকারের প্রায় ২১ লক্ষ টাকা ক্ষতি দেওয়ার পরও এই ধরণের শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক। ধর্মনগরবাসীর মধ্যে এখন খুশির হাওয়া বিরাজ করছে।

সাহিত্য সভা

আটের পাতার পর

বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকজন তাঁদের নিজের নিজের মতো প্রতিক্রিয়া পোস্ট করেছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছে অসম সাহিত্য সভাও। সাহিত্য সভার সভাপতি পরমানন্দ রাজবংশী সংবাদ মাধ্যমের কাছে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'এক দেশ, এক ভাষা ভারতে প্রযোজ্য হতে পারে না। ভাষাগত একত্রীকরণে বিরোধিতা করছি আমরাও।' তিনি আরও বলেন, 'মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে হিন্দিকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাই আমি এর বিরোধিতা করছি। আমি চাই মাতৃভাষাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এর পর হিন্দি, ইংরেজি ব্যবহারেও আপত্তি নেই।'

খোয়াইয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ সেপ্টেম্বর।। সোমবার সকাল আটটা নাগাদ খোয়াই থানার অধীন পূর্ব জাম্বুরা এলাকায় বিষপানে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। তার নাম স্বপন দেবনাথ। বয়স ২৮। জানা গিয়েছে পারিবারিক বিবাদের জেরে এই আত্মহত্যার ঘটনা। রবিবার রাতে বিবাদের পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় স্বপন। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে স্বপনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহের পাশে বিষের বোতল ছিল। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে মৃতদেহ নিকটাত্মীয়দের হেপাজতে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মন্তব্য সাব্রুমে ধৃত কলেজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৬ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে হোয়াটস অ্যাপে বিভিন্ন আপত্তিকর ও কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে সাব্রুম থেকে এক কলেজছাত্রকে পুলিশ আটক করেছে। তার নাম বিশাল সিং। বাড়ি সাব্রুমে। থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের মোবাইল সেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার ছিল বিশালের জন্মদিন। এদিন তাকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়ায় পরিবারের লোকজন ও বন্ধুবান্ধব মহেল হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি।

বিশালগড়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ সেপ্টেম্বর।। বিশালগড় থানার পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানরা অভিযোগ চালিয়ে ৩৩০০ বোতল ফেন্সিডিল উদঞ্জআর করেছে বংশীবাড়ি জয়মঙ্গল পাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ দেববর্মার বাড়ি থেকে। উদ্ধার করাা নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায় ষোল লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে এসডিপিও উত্তম বনিক।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার রামনগর অনাথ আশ্রমে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. তমোজিৎ নাথের যৌথ উদ্যোগে সোমবার এক বিনামূল্যের চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলে এই চিকিৎসা শিবির। শিবিরে লং ফাংশন টেস্ট, রক্তের শর্করা-সহ নানা ধরনের পরীক্ষা, এবং শিরাজনিত রোগের পরীক্ষা করেন ডা. নাথ।

যাবতীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হয়েছে। তবে বিনামূল্যের চিকিৎসা শিবির হলেও রেজিস্ট্রেশনের জন্য রোগীপ্রতি কুড়ি টাকা নেওয়া হয়েছে। এই টাকাগুলি গোরক্ষনাথ মন্দিরের উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানান, আজকের শিবিরে ৮৫ জন রোগী দেখা হয়েছে। এলাকার শতাধিক যুবকদের নিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, গোরক্ষনাথ মন্দির, দুর্গাবাহিনীর কার্যকর্তা ও কার্যকর্তী শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং চিকিৎসক ডা. তমোজিৎ নাথের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। এর আগেও এ-ধরনের স্বাস্থ্য এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন এখানে করা হয়েছে বলে জানান কর্মকর্তারা। তাঁরা জানান, ভবিষ্যতে অনিরূপ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন এখানে করা হবে।

দুই বাংলায় একইদিনে বাংলা নববর্ষ পালনের দাবি ত্রিপুরা জন জাগরণ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ সেপ্টেম্বর ।। এপার বাংলা-ওপার বাংলায় একইদিনে বাংলা নববর্ষ পালনের দাবি জানয়েছে ত্রিপুরা জন জাগরন মঞ্চ। সংগঠনের সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক নকুল দাস সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবি জানান। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যাতে একই দিনে বাংলা নববর্ষ পালন করতে পারেন, সেজন্য জনমত গঠনের পাশাপাশি, উভয় দেশের সরকারের ঐক্যমত দাবি করেছে ত্রিপুরা জনজাগরন মঞ্চ।

মঞ্চের সভাপতি নকুল দাস, আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এ সংক্রান্ত দাবি সনদ রাজ্য সফররত বালাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছে। গত ১১ই সেপ্টেম্বর আগরতলা অবস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনারের অফিসেও, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, দু'দেশের মধ্যে আলোচনাক্রমে, একই দিনে বাংলাদেশ ও ভারতে বাংলা নববর্ষ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এনআরসি ইস্যুতে, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ত্রিপুরা জনজাগরণ মঞ্চের নেতৃবৃন্দ। এনআরসিকে সভ্যতার কলঙ্ক বলেও তারা আখ্যায়িত করেছেন। শুধু তাই নয়, হিন্দিকে দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা করার উদ্যোগেরও তীব্র বিরোধীতা করেছে সংগঠনটি। এ ধরণের কার্যকলাপকে হিন্দী সাম্রাজন্য বিস্তারের প্রয়াস বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এলাকাবাসী মনু নদীর জল থেকে কিরণের দেহ তুলে আনে। খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর দমকল বিভাগে তবে দমকলের দায়িত্বপ্রাপ্তরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও তারা মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যেতে অস্বীকার করে। সকাল পাঁচটা থেকে কয়েক দফায় কৈলাসহর থানায় যোগাযোগ করার পরও কোন পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেনি। পরবর্তী সময় বেলা দশটা নাগাদ কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় এবং প্রাথমিক তদন্ত করে মৃতের পরিবারকে মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে যদিও অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার পক্ষে নিজের টাকা ব্যয় করে মৃতদেহ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না আলোমনি দীঘারের। আলোমনি দিঘা পেশায় শ্রমিক। লোকের বাড়িতে ইট ভেঙে বা কাজ করে কোনরকম সংসার চালায়। ১০ বছরের পুত্র সন্তানের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারটি শোকগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

উদয়পুর

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। কিছুক্ষণ পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন গোমতী জেলা শাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ। গোমতী জেলা শাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পরে নিজ চেম্বারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান শপিং মলের অত্যাবশ্যকীয় কাগজপত্র, নির্দেশিকা আছে কিনা তা দেখার জন্য উদয়পুর পুর পরিষদ, বিদ্যুত দপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এর কাছে রিপোর্ট তলব করেন।

করিমগঞ্জে

● প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদ করে তার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা জানতে পারে। তবে ছেলেটি একেকবার একেক ঠিকানা ও নিজের নাম বদল করায় সন্দেহের সৃষ্টি হয় পুলিশের। পরে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগরের চাইল্ড লাইনে। চাইল্ড লাইনের ফিল্ড লিডার বিপ্লব নাথের হাতে বালক সাহিন উদ্দিনকে তুলে দেওয়া হয়। বিপ্লববাবু জানান, কদমতলা থেকে তাকে প্রথমে ধর্মনগর চাইল্ড লাইনে নিয়ে আসা হয়েছে। তার পর সেখান থেকে তাকে রামনগর হোমে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পরবর্তীতে সাহিনকে শিলচর চাইল্ড লাইনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে, জানান চাইল্ড লাইনের ফিল্ড লিডার বিপ্লব নাথ।

আজ দিল্লী

● প্রথম পাতার পর

একাধিক নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন । চলতি মাসের শুরুতেই ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও লিখেছিলেন । সেই চিঠিতে কলকাতায় প্রধান শাখা থাকা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তিনি । এই পরিস্থিতিতে আগামীকাল দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

রাজ্যে এই মুহূর্তে সারদা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এডিজি সিআইডি রাজীব কুমারের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে সিবিআই। শুক্রবার হাইকোর্ট রক্ষাকবচ খারিজের পর শনিবার ও আজ- দু” দফায় হাজিরার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও, হাজিরা দেননি রাজীব কুমার। অন্যদিকে, ফেরার রাজীব কুমারের খোঁজে ইতিমধ্যেই নবান্নে গিয়ে ডিজি, মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচবিকে চিঠি ধরিয়েছে সিবিআই প্রতিনিধি দল। রবিবারই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের খোঁজ পেতে তাঁরা নবান্নে চিঠি দিয়ে আসেন। সোমবার সকালেও সিবিআইয়ের তরফে মুখ্য সচিবকে রাজীব কুমারের ব্যাপারে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এদিন দুপুর দু'টোর সময় সিবিআই দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল তাঁকে। বিকেল অবধি তিনি সিবিআই দফতরে যান নি।

লোকসভা ভোটের পর প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে জানতে পারেন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হিংসায় খুন হওয়া বিজেপি কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদী। তা শুনেই দিল্লি সফর বাতিল করে দেন তিনি। তারপর আর দিল্লি যাননি।

তারপর থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে যে খুব সুখের সম্পর্ক চলছে তা নয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আগাম আলোচনা না করে রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল হিসাবে জগদীপ ধনকড়কে নিয়োগ করা হয়েছে। তা সোশাল মিডিয়াতে জানিয়েও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এও ঠিক যে তার পাশাপাশি অন্তত দু'বার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথাও হয়েছে। এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী।

কাঠারিয়া

● প্রথম পাতার পর

শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, সমাজে প্রবীণ ব্যক্তিরা আমাদের গর্ব। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁদেরকে যত্ন সহকারে দেখাশুনা করার জন্য অনুরোধ করেন তিনি। তাঁর কথায়, প্রবীণরা সমাজ বা পরিবারের বোঝা নন। তাঁদের অভিজ্ঞতা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে, দাবি করেন তিনি।

এদিকে, সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরা বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, ভারত সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যর প্রতি বিশেষভাবে নজর দিয়েছে। তার জন্যই আজ এই অনুষ্ঠান। তাই তিনি সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তাঁর দাবি, ধলাই জেলা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে কীভাবে উন্নয়ন করা যায় তার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা পরিদর্শক জ্যোর্তিময় দেবনাথ বলেন, ভারতবর্ষে ৬৮টি জেলায় এই রাষ্ট্রীয় বয়োশ্রী যোজনা চালু আছে। ত্রিপুরায় দুটি জেলায় এই প্রকল্প চালু আছে। এর মধ্যে ঊনকোটি এবং ধলাই জেলা। তিনি বলেন, ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে স্ক্রিনিং করে জেলায় মোট ১,১৫৮ জনকে এই জীবন সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন এলিমকো সেনগুপ্ত। শিবিরে ধলাই জেলার আটটি ব্লক এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েত, আমবাসা পুর পরিষদ এলাকা থেকে ১,১৫৮ জন বিপিএলভুক্ত প্রবীণ নাগরিককে মোট ৩,০৩৮টি জীবন সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে অতিথিরা প্রবীণ নাগরিকদের হাতে সামগ্রীগুলি তুলে দেন। শ্রবণযন্ত্র, ক্রাচ এলবো, ওয়াকিং স্টিক, হুইল চেয়ার, ট্রাইপট ইত্যাদি সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তাঁরা ৩৭০ ও ৩৫(এ) ধারা বিলোপের অর্থ সম্পর্কেও বুঝতে চান না। বুঝতে চান না তিন তালাক প্রথা বিলোপের সুফল সম্পর্কে, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তিন তালাক প্রথা বিলোপ করে দেশের মহিলা সশক্তিকরণে দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন, তারও সমালোচনা করা হচ্ছে। হিন্দি ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হিন্দিভাষাকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন, তারও সমালোচনা হচ্ছে। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তার গুরুত্বও রয়েছে। নিজ নিজ ভাষাকে ব্যবহার করে পৃথিবীর বহু দেশ উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছে গেছে। তাই প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভাষাকে সম্মান করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ভাষার গুরুত্ব রয়েছে। চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগীদের ভাষা বুঝতে হবে। রোগীরা যে ভাষায় কথা বলেন, তাঁদের সাথে সেই ভাষায় কথা বলতে হবে। প্রয়োজনে দোভাষীর সাহায্য নিয়ে রোগীর ভাষা বুঝতে হবে। তাঁদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টারটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম ক্যানসার চিকিৎসার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হতে পারে। নির্ধারিত সময়ের আগেই নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার জন্য তিনি নির্মাণকাজের দায়িত্বপ্রাপ্তদের ধন্যবাদ জানান।

তথ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলেও বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাসান মাহমুদ জানান। এছাড়া ত্রিপুরায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী করার জন্য অনুরোধ জানান।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরা এবং ভারতের সাথে সম্পর্কের উন্নয়নে বাংলাদেশ যথেষ্ট আন্তরিক। তাই, যোগাযোগের পরিধি আরও বাড়ানোর প্রশ্নে আজ আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, চট্টগ্রাম এবং মংলাবন্দর ব্যবহারে ত্রিপুরাকে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করে দেওয়া প্রয়োজন। সে-ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর দাবি, ২০২০-এর ডিসেম্বর নাগাদ ত্রিপুরার সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যাবে বাংলাদেশের। ফলে, যোগাযোগ ক্ষেত্র তখন আরও বিস্তার লাভ করবে। এদিকে, সীমান্তহাট নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের পণ্য বাংলাদেশে রফতানির ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস করার দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গিয়ে চর্চা করবেন এবং সুরাহা করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, সীমান্ত দিয়ে নেশা সামগ্রী পাচার নিয়ে বাংলাদেশ জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, নেশা সমাজের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তাই, নেশা সামগ্রী পাচার বন্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে।

নিখোঁজ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পিত্রা ফাঁড়ি পুলিস , আর কে পুর থানার পুলিস এবং কিল্লা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

স্ত্রী লীলাবতী এবং প্রিয়া ব্রিকস ফেক্টরি মালিক এর ছেলে জানায় ঝাড়খণ্ডের শ্রমীক তিন জন সপরিবারে নিখোঁজ রয়েছে ব্রিকস থেকে রবিবার সকাল থেকে। নিখোঁজ তিন জন রঞ্জিত লোহার , বীস্রাম মুন্ডা , এবং তেজুয়া ওরাও। এই তিনজনের সাথে অজিত ওরাও ঝগড়া হয়েছে। এদের তিনজনকে কাজের নিয়ে আসে অজিত ওরাও। ফেক্টরিতে এই তিনজন কাজ সঠিক ভাবে করে না। তাই অজিত ওরাও এদের ঝগড়া হয় এইকথা জানান ব্রিকস মালিক। তাছাড়া স্ত্রী লীলাবতী জানায় এই তিনজন মিলে শুক্রবার ব্রিকস থেকে বাজারে নিয়ে যায় অজিতকে। এরাই অজিত কে খুন করে বলে পুলিস কে জানায়। পুলিস অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে। এইদিকে মৃত অজীতের দেহ ময়না তদন্তের জন্য গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

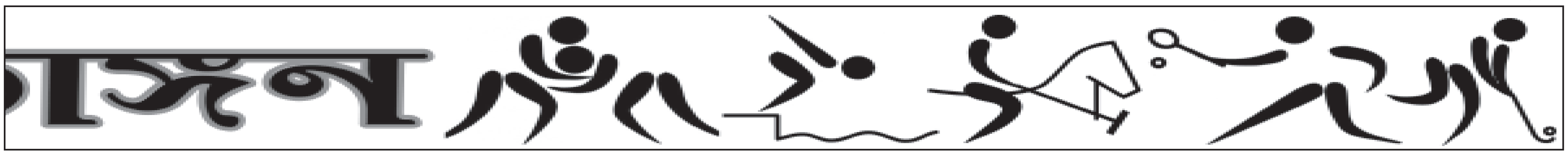

অনভিজ্ঞ বোলিং আক্রমণকে হাতিয়ার করে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামছে প্রোটিয়া বাহিনী

ধরমশালা, ১৬ জুন (হি.স.) : জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ শামি ও ভুবনেশ্বর কুমারের মত প্রথম সারির তিন বোলারকে ছাড়াই রবিবার ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে নামছে টিম ইন্ডিয়া। পরিবর্তে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ভারতের পেস অ্যাটাকের প্রধান তিন মুখ নভদীপ সাইনি, খলিল আহমেদ ও দীপক চাহার। টিম কোহলির অনভিজ্ঞ এই বোলিং আক্রমণকেই দক্ষিণ আফ্রিকার 'সুযোগ' হিসেবে দেখছেন দলের ব্যাটিং কোচ ল্যান্স ক্লুজনার।

প্রাক্তন প্রোটিয়া অল-রাউন্ডারের মতে ভারতের অনভিজ্ঞ বোলিং আক্রমণকে সহজেই চাপে ফেলতে পারে তাঁর দলের ব্যাটসম্যানরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের পেসার ত্রয়ীর একত্রে ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা মাত্র ১৬টি। আর ক্লুজনারের মতে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের নয়া কম্বিনেশনে গড়ে ওঠা দলের কাছে এটাই সেরা সুযোগ। একইসঙ্গে নিজের দলের উদীয়মান অল-রাউন্ডার তেম্বা বাভুমাকে নিয়ে বাড়তি উচ্ছ্বসিত ক্লুজনার। টেস্ট ক্রিকেট খেললেও বাভুমাকে লাল বলের ক্রিকেটার মানতে নারাজ প্রোটিয়াদের ব্যাটিং কোচ। সিএসএ টি-২০ ফাইনালে শতরান হাঁকানো ক্রিকেটারের ব্যাটিং ধরন নিয়ে বলতে গিয়ে ক্লুজনার জানান, বিগ হিট নয় বরং স্ট্রাইক রোটেশন পদ্ধতিতেই খেলতে পছন্দ করেন। অন্যদিকে ধরমশালায় ভারতীয় দলের সাংবাদিক সম্মেলনে উন্মোচিত হল নয়া জার্সি। গত ৫ সেপ্টেম্বর থেকে চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা ওপো'কে সরিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের নয়া টাইটেল স্পনসর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এডুকেশন ও লার্নিং অ্যাপ 'বাইজু'।

শনিবার জার্সি আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে নয়া স্পনসরের নাম লেখা নতুন জার্সি পরে সংবাদমাধ্যমের সামনে আসেন অধিনায়ক বিরাট কোহলি, ডেপুটি রোহিত শর্মা ও কোচ রবি শাস্ত্রীকে।

রয়-রুট ঝলকের পর রেকর্ডের পাতায় মরগ্যান

লন্ডন।। প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই ইমরান তাহিরকে এবারের বিশ্বকাপের প্রথম উইকেটটি উপহার দিয়েছিলেন ইংলিশ ওপেনার জনি নেয়ারস্টো। কিন্তু এরপর দারুণ এক জুটি গড়ে সেই ধাক্কা সামাল দেন জেসন রয় ও জো রুট। তাদের দুজনের বিদায়ের পর হাল ধরেছেন অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যান ও অলরাউন্ডার বেন স্টোকস।এই ম্যাচ খেলতে নেমে ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন মরগ্যানও। ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশি ওয়ানডে ম্যাচ খেলার রেকর্ড এখন তার দখলে। এর আগে ১৯৭ ম্যাচ নিয়ে রেকর্ড ছিল সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক পল কলিংউডের দখলে। ইংল্যান্ডের জার্সিতে প্রথম ২০০ ম্যাচ খেলার কীর্তির মালিকও এখন মরগ্যান। বাকি ২৩ ম্যাচ তিনি আইরিশদের জার্সিতে খেলেছেন।লন্ডনের ওভালে বৃহস্পতিবার (৩০ মে) ২০১৯ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে স্বাগতিক ইংল্যান্ড ও আফ্রিকান জায়ান্ট দক্ষিণ আফ্রিকা। টসে জিতে ফিল্ডিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিস। ম্যাচের প্রথম ওভারেই লেগ স্পিনার ইমরান তাহিরের হাতে বল তুলে দেন প্রোটিয়া অধিনায়ক। বল হাতে নিয়েই ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন তাহির। কোনো বিশ্বকাপের প্রথম ওভারেই বল করতে আসা প্রথম স্পিনার এখন তিনি। ম্যাচের দ্বিতীয় বলেই ইংল্যান্ড ওপেনার জনি বেয়ারস্টোকে তুলে নেন তাহির। উইকেটের উদযাপনে তাহিরের সেই চিরচেনা '১০০ মিটার' দৌড়। দলীয় মাত্র ১ রান ও ব্যক্তিগত শূন্য রানেই ফেরেন বেয়ারস্টো। এবারের বিশ্বকাপে প্রথম উইকেট নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন তাহির।প্রথম উইকেট হারানোর পর রয় ও রুটের ব্যাটে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ইংল্যান্ড। দুজনে মিলে গড়েন ১০৬ রানের জুটি। দুজনেই দেখা পেয়েছেন ফিফটির দেখা। কিন্তু দলীয় ১০৭ রানে প্রোটিয়া পেসার আন্দিলে ফেহলুকাইয়োর বলে ডু প্লেসিসের হাতে ক্যাচ রয়'র (৫৪) বিদায় নেন। এরপর ৪ রান যোগ হতেই কাগিসো রাবাদার বলে বিদায় নেন রুট (৫১)।

১১১ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলা ইংলিশরা ফের ঘুরে দাঁড়িয়েছে মরগ্যান ও স্টোকসের জুটিতে। দুজনে এরইমধ্যে ১০০ রানের বেশি রান যোগ করেছেন।

দুজনেই তুলে নিয়েছেন ফিফটি। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৪৬তম ফিফটি তুলে নিতে ৫০ বল খেলেছেন মরগ্যান, চার ৪টি, ছক্কার মার ৩টি। স্টোকসের ফিফটি ৪৫ বলে, চার ৬টি।এই ফিফটি করার পথে ৭০০০ ওয়ানডে রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন মরগ্যান। তবে এর মধ্যে ৭৪৪ রান অবশ্য তার আগের দল আয়ারল্যান্ডের হয়ে। আর ইংলিশদের হয়ে তার রান প্রায় ৬ হাজার ৩৫০।এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইংলিশদের সংগ্রহ ৩৬ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২১৩ রান। মরগ্যান অপরাজিত আছেন ৫৪ রানে আর স্টোকস খেলছেন ৫০ রান নিয়ে।

আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসি কেন ব্যর্থ! কারণ খুঁজে বের করেছেন বারাক ওবামা

নিজস্ব প্রতিবেদন : বার্সেলোনার জার্সি পরলে তিনি অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু আর্জেন্টিনার হয়ে তিনি একের পর এক ব্যর্থতার শিকার। কেন? লিওনেল মেসি দেশের হয়ে কেন এতটা ব্যর্থ, কারণ খুঁজে বের করেছেন বারাক ওবামা। গত বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে ফ্রান্সের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল আর্জেন্টিনা। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল মেসির। একের পর এক ব্যর্থতা। সব দায় এসে পড়েছিল মেসির উপর। দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা ১৯৮৬-র পর থেকে আর বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায়নি। আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা ও পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর মেসি দলে থাকা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার এমন দুর্দশা। এর সঙ্গে রয়েছে কোপা আমেরিকার হতাশা। টানা দুবার ফাইনালে হার। ১৯৯৩ -এর পর থেকে কোপা আমেরিকাও জেতা হয়নি আর্জেন্টিনার। আর্জেন্টিনা ও মেসির এমন দুর্দশায় চিন্তিত ওবামা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন মেসির প্রতি ভালবাসার কথা একাধিকবার জাহির করেছিলেন তিনি। এমনকী ওবামার দুই মেয়ে মালিয়া ও শাশাও মেসি-ভক্ত।বোগোতায় ইএক্সএমএ সম্মেলনে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ""আমরা যাদের প্রতিভাবান বলি তারাও অনেক সময় সাধারণদের সঙ্গে কাজ করেই নিজেদের উন্নতি করে। আর্জেন্টিনা দল হিসাবে খেলতে পারেনি। মেসির মতো অসাধারণ একজন ফুটবলার থাকলেও তাই আর্জেন্টিনা বিশ্বকাজ জয়ে ব্যর্থ। খুব মানুষই আছে যারা একক দক্ষতায় সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছেছেন। তাই দল হিসাবে এগিয়ে যাওয়া ভাল। এতে সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।" কোপা আমেরিকা শুরু হতে আর বেশি দিন বাকি নেই। এবার ব্রাজিলে বসছে আসর। কোপা আমেরিকায় এবার 'বি' গ্রুপে রয়েছে আর্জেন্টিনা। কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে এবং কাতারের সঙ্গে।

আন্ডারডগ হওয়াটাই ভাল কিউয়িদের পক্ষে: ফ্র্যাকঙ্কলিন

লন্ডন।। শনিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে নিউজিল্যান্ড। প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে কিউয়িদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। তাও কেউ নিউজিল্যান্ডকে ফেবারিট বাছেনি! ভাগ্যিস বাছেনি। সেটাই শাপে বর হয়েছে, মনে করেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অলরাউন্ডার জেমস ফ্র্যাকঙ্কলিন। বলেছেন, 'নিউজিল্যান্ডকে নিয়ে কেউ কথা বলছে না। আমরা তো চিরকালই আন্ডারডগ। আমি তো বলব, আন্ডারডগ হওয়াটাই নিউজিল্যান্ডের পক্ষে ভাল।' তা হলে কি বিশ্বকাপে কোনও সম্ভাবনা নেই কিউয়িদের? ফ্র্যাঙ্কলিন বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে ইংল্যান্ড একদিনের ক্রিকেটে দাপট দেখাচ্ছে। তবে আমরা যথেষ্টই ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকতা সামনের কয়েক সপ্তাহ ধরে রাখতে পারলে, নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ জিততেই পারে।' অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকে নিয়ে কী বলবেন? ফ্র্যাইঙ্কলিনের মতে, 'কেন উইলিয়ামসন খুবই চুপচাপ। তবে কী করতে হবে তা ও ভাল জানে। নেতৃত্ব আর নিজের ব্যাটিং দুটো বিষয়েই সচেতন। ক্যাপ্টেন হিসেবে দক্ষ। বোলারদের কীভাবে ব্যবহার করবে, সেই ধারনাটা ওর মধ্যে স্পষ্ট। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়, সেটাও ভালই জানে।'

স্মারকলিপি

সমস্ত সরকারি বিদ্যালয় (রাজ্য ও টিটিএএডিসি), সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসা এবং এসপিকিউইএম মাদ্রাসা সমূহে তৃতীয় শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি এবং নবম শ্রেণির (2019-20) শিক্ষাবর্ষের ষান্মাসিক পরীক্ষার নির্ঘন্ট নিয়ে দেওয়া হল:

পরীক্ষার তারিখ (বার সহ)	পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে		পরীক্ষার সময়		পরীক্ষার কেন্দ্র
	বিষয়	শ্রেণি	শুরু	শেষ	
21.9.2019 (শনিবার)	ইংরেজী	III, IV, V	9:00 AM	12:00 Noon	যেখানে ছাত্রছাত্রীদের নাম লিপিবদ্ধ আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
		VI, VII, VIII	1:00 PM	4:00 PM	
		IX	1:00 PM	4:00 PM	
24.9.2019 (মঙ্গলবার)	গণিত	III, IV, V	9:00 AM	12:00 Noon	
		VI, VII, VIII	1:00 PM	4:00 PM	
		IX	1:00 PM	4:00 PM	
25.9.2019 (বুধবার)	বাংলা/ ককবরক	IX	1:00 PM	4:00 PM	
27.9.2019 (শুক্রবার)	বাংলা/ ককবরক	III, IV, V	9:00 AM	12:00 Noon	
		VI, VII, VIII	1:00 PM	4:00 PM	
30.9.2019 (সোমবার)	পরিবেশ বিদ্যা	III, IV, V	9:00 AM	12:00 Noon	
	সমাজ বিজ্ঞান	VI, VII, VIII	1:00 PM	4:00 PM	
		IX	1:00 PM	4:00 PM	
03.10.2019 (বৃহস্পতিবার)	বিজ্ঞান	VI, VII, VIII	1:00 PM	4:00 PM	
		IX	1:00 PM	4:00 PM	

এখানে এটি উল্লেখনীয় যে, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রশ্নপত্র কেন্দ্রীয় পরীক্ষণ বিভাগ (CEU) থেকে সরবরাহ করা হবে।
এছাড়াও,
1. সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির সংস্কৃত/বিকল্পস্বরূপ হিন্দি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির দায়িত্ব নিজ নিজ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপরে থাকবে এবং ঐ পরীক্ষা 20-09-19 অথবা 01-10-19 অথবা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুবিধাজনক তারিখ অনুসারে করবে।
2. তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণির চাকমা/হালাম/কুকি-মিজো/গারো/মগ/মণিপুরি/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি/হিন্দি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি নিজ নিজ বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকবে এবং ঐ পরীক্ষা 25-09-19 অথবা 27-09-19 অথবা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সুবিধাজনক তারিখ অনুসারে করবে।
3. মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আরবীয়, ইসলামিক এবং অন্যান্য বিষয় সমূহের পরীক্ষা 20-09-19 অথবা 01-10-19 অথবা প্রতিষ্ঠানের সুবিধাজনক তারিখ অনুসারে করবে।

(উত্তম কুমার চাকমা) ৭.৯.১৯
অধিকর্তা, সেকেন্ডারি এডুকেশন
(অধিকর্তা, এস সি ই আর টি)
ত্রিপুরা।

(তনুশ্রী দেববর্মা, আই.এ.এস)
অধিকর্তা, এলিমেন্টারি এডুকেশন
(এস পি ডি, সমগ্র শিক্ষা)
ত্রিপুরা।

ICA/D/951/19-20

CORRIGENDUM

Due to unavoidable circumstances in the PNIe-T No.12/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20 dated, 27/08/2019, circulated Vide Memo No.F.21(01)/EE/PWD(R&B/AMB/2836-2904 dated 27/08/2019 is hereby cancelled.

(Er. Pranay Kr. Das)
Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R&B)
Ambassa, Dhalai, Tripura.

ICA/C/1100/19

Memo NoF.21(01)/EE/PWD(R&B)/AMB/3151-3219
dated , 06/09/2019.

No.F.17(13-226)/SE/Engg/2019/
Dated, Agartala, the.19thSep2019

CORRIGENDUM

Due to unavoidable circumstances the PNIT notice No. 01/EE/ENGG CELL/DSE/2019-20 dt. 04/09/2019 is automatically cancelled.

Yours faithfully,
Banum Kumarade
Executive Engineer, 1219
Engineering Cell, 7 Directorate of Secondary Education,
Agartala, West Tripura.

ICA/C/1096/19

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

CMYK

জাগরণ 17 September, 2019, Tuesday আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং, ■ ৩০ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

চাঁদে ঘনিয়ে আসছে রাত

শেষ হয়ে আসছে বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগের সময়

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সোমবার সন্ধ্যা থেকে চাঁদে দৃশ্যমানতা ক্রমশ কমতে শুরু করবে এবং ২০ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর চাঁদে রাত হতে শুরু করবে। সেইসঙ্গে শেষ হবে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ইসরোর নিরন্তর প্রচেষ্টাও।

চাঁদের ওপর সূর্যরশ্মি পড়ার সময় পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান। পৃথিবীপৃষ্ঠের সময় অনুসারে, চাঁদে ১৫ দিন আলো এবং ১৫ দিন অন্ধকার থাকে। ৭ সেপ্টেম্বর, যখন চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রম ল্যান্ডারের অবতরণ হয়েছিল, তখন সূর্যের আলো চাঁদে পড়তে শুরু করে। এইভাবে, ১৫ দিনের জন্য সেখানে আলো থাকার পর, এদিন পৃথিবীতে গোধূলির সময় থেকেই চাঁদে আলো কমে দৃশ্যমানতা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। চন্দ্রপৃষ্ঠে পুরোপুরি রাত হতে পৃথিবীর চার দিনের সমান সময় লাগবে। এইভাবে আগামী ২০ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর চাঁদে পুরোপুরি রাত অর্থাৎ অন্ধকার হয়ে যাবে।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর বিজ্ঞানীরা এখনও মিশন চন্দ্রযান -২ এর বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসরোকে সহায়তা করতে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা তার ডিপ স্পেস নেটওয়ার্কের তিনটি কেন্দ্র, স্পেনের মাদ্রিদ, ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ডস্টোন এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরার সঙ্গে চন্দ্রযান-২ অরবিটার এবং ল্যান্ডারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যোগাযোগ রেখেছে। এই তিনটি জায়গায় ইনস্টল করা শক্তিশালী অ্যান্টেনা চন্দ্রের কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে চন্দ্রায়ণ -২ কক্ষপথের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, তবে বিক্রম ল্যান্ডারের কাছে যে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে তাতে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। নাসা বিক্রম ল্যান্ডারের কাছে একটি "হ্যালো" বার্তা পাঠিয়েছিল, যার কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

ইসরোর নির্ধারিত সময় অনুসারে, ৭ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টা নাগাদ বিক্রম ল্যান্ডারের চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করার কথা ছিল। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩৩৫ মিটার উচ্চতায়, ইসরোর বেঙ্গালুরু কমান্ড সেন্টারের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে ল্যান্ডার।

দু"দিন ধরে, বিক্রম ল্যান্ডার সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি, তবে ৯ সেপ্টেম্বর, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) স্পষ্ট জানিয়েছে, ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে চাঁদে অবতরণের আগে যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছে ঠিকই তবে এতে বিক্রমের কোনও ক্ষতি হয়নি। ইসরো জানিয়েছে, অরবিটার একটি ছবি পাঠিয়েছে, সেই অনুসারে ল্যান্ডার বিক্রম একক টুকরো হিসাবে উপস্থিত হবে। ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা এখনও চলছে। বিক্রম ল্যান্ডার এবং প্রজ্ঞান রোভার নিয়ে চন্দ্রযান-২ সব ধরণের গবেষণার মিশন নিয়ে ১৪ দিনের জন্য চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল।

এক পক্ষ সময়ে, মিশন শেষ করে, চন্দ্রপৃষ্ঠেই নিষ্ক্রিয় হওয়ার কথা ছিল। অর্থাৎ, বিক্রম ল্যান্ডার যে ক"দিন চাঁদে সক্রিয় থাকত, সেই ক"দিন সেখানে আলো থাকার কথা।

কিন্তু, সফ ল্যান্ডিং না হওয়ায় উল্টে যাওয়া বিক্রম ল্যান্ডারকে এই সময়ের মধ্যে সোজা করা যায়নি এবং নাসা বা ইসরো-এর সঙ্গে কোনও যোগাযোগও করা সম্ভব হয়নি। এক রকমভাবে, ২০-২১ সেপ্টেম্বর নাগাদ চাঁদে প্রথম রাত নামবে এবং এদিন সন্ধ্যা থেকেই অন্ধকার ঘনীভূত হওয়া শুরু হয়েছে। ১৫ দিন রাতের পর, চাঁদ আবার আলোকিত হবে, তবে ততক্ষণে বিক্রম ল্যান্ডার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে এবং এর সাথে ভারতের মিশন চন্দ্রযান-২-ও শেষ হয়ে যাবে।

সোমবার রাজধানীতে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের নেত্রী সুস্মিতা দেব কংগ্রেসের এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। ছবি- নিজস্ব।

বন্যাবিধ্বস্ত মন্দসৌরে দুর্গতদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন শিবরাজ সিং চৌহান

মন্দসৌর, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.সি.) : মধ্যপ্রদেশে অবিরাম বৃষ্টির কারণে বন্যার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা রাজ্যের মন্দসৌড় জেলায়। বিগত ৭৫ বছরে প্রথমবার রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়ে মধ্যপ্রদেশের এই জেলায়। এখনও পর্যন্ত এই বর্ষায় ৭৭.৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা রাজ্যের সর্বোচ্চ। গান্ধী সাগর বাঁধের জলের ছাপিয়ে যাওয়ার ফলে মন্দাসৌর ও নিমচ জেলার ৬৩টি গ্রাম জলমগ্ন। সোমবার মন্দসৌরের প্লাবিত অঞ্চলগুলি সোমবার সকালে ঘুরে দেখেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান।

কথা বলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে।

শিবরাজ সিং চৌহান সোমবার সকালে মন্দাসৌরের ধুন্দলকাদ এবং ফতেহগড় গ্রামে পৌঁছেছিলেন। এখানে, চৌহান বন্যা এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ শেষে জনগণের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানিয়েছেন যে আমি এটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমরা এখানে প্রতিবাদের জন্য নয়, সহযোগিতার জন্য এসেছি। তিনি জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়ে বলেন যে তারা যেন আতঙ্কিত না হয়। সাধারণ মানুষকে সহায়তা করার জন্যই তার এখানে আসা বলে জানিয়েছেন। তিনি যে সাধারণ মানুষদের আপনজন তা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, পরিবারের সদস্যদের মতোই পাশে দাঁড়াতে এসেছি। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, পরিস্থিতি ভয়াবহ। সঙ্কটে রয়েছে সাধারণ মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমাদের ধর্ম ও কর্তব্য জনগণের সেবা করার জন্য আমাদের আহ্বান করছে। জনগণের জন্য যথাসাধ্য করব। নিজের অগ্রাধিকার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্লাবিত গ্রামগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে ত্রাণ সরবরাহ করাই প্রধান লক্ষ্য। উদ্ধার কাজের পাশাপাশি ত্রাণ সরবরাহ করাটা একান্ত প্রয়োজন। এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। এটা রাজনীতি করা সময় নয়।

শিবরাজ বলেছিলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের কাছে আমার আবেদন করব যে এটি ঝগড়া করার সময় নয়, আসুন সবাই মিলে আমাদের জনগণের সেবা করি।' তিনি বলেছিলেন যে 'আমি রাজ্যের সমস্ত মানুষকে বন্যার ত্রাণ, ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সহায়তা করার জন্য আবেদন করছি। রাজ্যের সমস্ত বিধায়ক এবং সাংসদরা যাতে নিজেদের এক মাসের মাইনে ত্রাণ কার্যে দান করেণ সেই অনুরোধ রইল।

আরামকোর কারখানায় জঙ্গি হামলার জের বিশ্ববাজারে বাড়ছে অপরিশোধিত তেলের দাম

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর(হি.স.) : আরামকোর কারখানায় জঙ্গি হামলার আঁচ পড়ল গোটা বিশ্বে ঊ সৌদির সরকারি কোম্পানি আরামকোর কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে গোটাবিশ্বে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ৫ শতাংশেরও বেশি কমে গিয়েছে। যার ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম গত চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেলপিছু ৭২ মার্কিন ডলার হয়েছিল।

গত শনিবার সৌদির সরকারি কোম্পানি আরামকোর কারখানায় ড্রোন হামলা হয়। এর ফলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে কারখানাগুলি। সৌদি প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, আবকাইক ও খুরাইস প্রদেশে অবস্থিত আরামকোর ওই দুটি কারখানায় এখন কাজ বন্ধ রয়েছে। পুনরায় সেখানে তেল উৎপাদন শুরু হতে আরও কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে। এই ঘটনার জেরে বিদেশে তেল সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম গত চার মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ব্যারেলপিছু ৭২ মার্কিন ডলার হয়েছিল। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকার কাছে থাকা তেল বাজারে ছাড়া নির্দেশ দিতে বদলে যায় পরিস্থিতি। ১৯ শতাংশের জায়গায় তেলের দামবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.৬৮ শতাংশে। তবে সৌদির সরকারি কোম্পানি আরামকোর কারখানায় বিস্ফোরণের পরে গোটাবিশ্বে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ৫ শতাংশেরও বেশি কমে গিয়েছে। আরামকো জানিয়েছে, তেলের উৎপাদন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগবে।

চিন্মায়ানন্দ মামলা

কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আদালতে আনা হল আইনের ছাত্রীকে

শাহজাহানপুর (উত্তর প্রদেশ), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আইনের ছাত্রীকে যৌন হেনস্থা ও অপহরণ মামলায় অভিযোগকারী ছাত্রীর বয়ান নেওয়ার জন্য সোমবার কড়া সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আদালতে আনা হল। উত্তর প্রদেশের প্রবীণ বিজেপি নেতা চিন্মায়ানন্দের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ করা ২৩ বছর বয়সী এই আইনের ছাত্রীকে বেশ কয়েকজন মহিলা পুলিশ এসকর্ট করে আদালতে নিয়ে আসেন। আদালতে আনার সময় যুবতীর মুখ কালো ওড়নায় ঢাকা ছিল।

চিন্মায়ানন্দ পরিচালিত শাহজাহানপুরের একটি আইন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এক বছর ধরে তাঁকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগ তুলেছেন। বিজেপি নেতা চিন্মায়ানন্দের নাম উল্লেখ না করেই গত ২৪ অগাস্ট ফেসবুক একটি পোস্ট দিয়ে ওই মহিলা নিখোঁজ হয়ে যান। তারপরেই ঘটনাটি ধীরে ধীরে প্রকাশ্যে আসে। যুবতীর পরিবার বিজেপির ওই প্রবীণ নেতার বিরুদ্ধে তাঁকে অপহরণ করার অভিযোগ তোলে। নিরুদ্দেশ হওয়ার ছয় দিন পর উত্তর প্রদেশ পুলিশ তাঁকে খুঁজে বের করে। তারপর ওই মহিলা সুপ্রিম কোর্টে এক দ্বাররুদ্ধ শুনানিতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে করা ওই পোস্ট সম্পর্কে আদালতকে বিস্তারিত জানান। এরপরেই সুপ্রিম কোর্ট উত্তর প্রদেশ পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তাঁর অভিযোগটি তদন্ত করে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেয়। এই মহিলা দাবি করেন, একজন শক্তিশালী রাজনীতিবিদ চিন্মায়ানন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য ভিডিও প্রমাণ সংগ্রহ করার পরেই তিনি আত্মগোপন করেছিলেন।

১৩২ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী টাওয়ারে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের, পাঁচ ঘণ্টা কালোঘাম ছুটেছে প্রশাসনের

বিশ্বনাথ (অসম), ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্য অসমের বিশ্বনাথ জেলার পূর্ব জিনজিয়ার বাসিন্দা জনৈক যুবক ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী টাওয়ারে উঠে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় নিদ্রাহরণ হয়েছে জেলা প্রশাসনের। ঘটনা গতকাল রবিবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টাকারীকে নিরস্ত্র করতে টানা পাঁচঘণ্টা এলাকার মানুষ, এবং পুলিশ প্রশাসনের কালোঘাম ছুটেছে। কেবল সাধারণ জনতাই নয় সে নিদ্রাহরণ করেছিল জেলাশাসক, পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে জেলার পদস্থ সরকারি আধিকরিক, ম্যাজিস্ট্রেটেরও।

বিশ্বনাথ জেলার পূর্ব জিনজিয়ার বাসিন্দা সানিরাম ওরাং নামে যুবক গ্রামের ধানখেতে পোঁতা ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ পরিবাহী টাওয়ারে উঠে রবিবার বিকেল প্রায় পাঁচটা নাগাদ। ঘটনা দেখে সঙ্গে সঙ্গে ওই লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে বিশ্বনাথ চারআলির পাশাপাশি গহপুর, লখিমপুর, মাজুলি, ধেমাজি প্রভৃতি কয়েকটি জেলা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিশ্বনাথের খোদ জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট-সহ প্রশাসনের বহু পদস্থ আধিকারিক। পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কর্দমাক্ত মাঠে প্রশাসনের কর্তারা বহু চেষ্টা করেও টাওয়ার থেকে নামাতে পরেননি সানিরাম ওরাংকে। কেউ যদি টাওয়ারে উঠতে যান, তখনই সে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করবে বলে হুমকি দেয়। পরে বাধ্য হয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিদ্যুৎ পরিবাহী টাওয়ারের নীচে চারদিকে জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়।

তবুও সানিরামকে টাওয়ার থেকে নামাতে সফল হতে পারেনি প্রশাসন। অবশেষে রাত প্রায় ১১.৪৫ মিনিট নাগাদ প্রবল বৃষ্টি নামে। এতে বেশিক্ষণ টিঁকে থাকতে পারেনি সানিরাম। পা পিছলে নীচে পড়ে যায়। টাওয়ারের খুঁটি ঘেঁষে পড়ার সময় সে আহত হয়েছে। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্বনাথ চারআলি অসামরিক হাসপাতালে। হাসপাতালে ডাক্তাররা সানিরামকে সংকটমুক্ত বলে জানালেও উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছে তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।

উল্লেখ্য, সানিরাম ওরাং কর্মসূত্রে থাকে চেন্নাই। গতকালই সে তার বাড়ি এসেছিল। বাড়ি এসেই সংগঠিত করেছে এই নাটক। গ্রামের মানুষ জানিয়েছেন, এর আগেও সে অনুরূপ আত্মহত্যার নাটক রচনা করেছিল। তবে কী কারণে সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে তা এখনও রহস্যাবৃত।

এবিভিপি-র উত্থান, দুই কলেজে সংঘর্ষ এবিভিপি বনাম টিএমসিপি

দাসপুর-বেলদা, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল রাজ কলেজে টিএমসিপি-র অধিপত্য রয়েছে । সেখানে এবার নিজেদের ইউনিট খুলতে উদ্যোগী হয়েছিল এবিভিপি । সেই লক্ষ্যে সোমবার কলেজ কতৃপক্ষকে নিজেদের ইউনিট খোলার দাবি রেখে একটি ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল এবিভিপি-র ছাত্র সমর্থকরা । সেখানে কলেজ চত্বরে প্রবেশ করতেই সমস্যা তৈরী হয় । টিএমসিপির ছেলেরে তেড়ে আসে বলে অভিযোগ ।দুই পক্ষের আক্রামন পাল্টা আক্রমনে কলেজ চত্বরে উত্তেজনা তৈরী হয় ।

এবিভিপির জেলা নেতা উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, "আমাদের ডেপুটেশনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বাধা দেয়, আর এতেই ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে এবিভিপি কর্মীরা ও তৃনমুল । এই ঘটনায় আমাদের তিন কর্মী আহত হয়েছে। "এরপর কলেজের গেট ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসতে হয় দাসপুর থানার পুলিশকে । লাঠি চার্জ করতে হয়েছে পুলিশকে । অন্যদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী দাবি, "বহিরাগতরা এবিভিপি নাম করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী ও সাধারণ কলেজ ছাত্রদের ওপর হামলা চালায়। সেই হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তিনজন কর্মী আহত হয়েছে।"

অন্যদিকে একই রকম ভাবে এবিভিপি ও টিএমসিপির সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে জেলার বেলদা কলেজে । কলেজ অভ্যন্তরে কোনও রাজনৈতিক কার্যকলাপ করা যাবে না-এমন লিখিত নোটিশ দেওয়ার পরেও সেই অভিযোগে অশান্তি ছড়ালো বেলদা কলেজে। সোমবার বেলদা কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া ছাত্র পরিষদের সদস্য হওয়ার আবেদন লেখা পোস্টার লাগায়। তা দেখে এবিভিপির সদস্যেরাও তাদের পতাকা ফেস্টুন বাঁধতে শুরু করে কলেজে। দুই পক্ষের এই প্রতিযোগীতায় উত্তেজনা ছড়ায়।সংঘর্ষ পরিস্থিতি তৈরী হয় দুইয়ের মধ্যে। এবিভিপির দাবি ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি বহুদিন। তা সত্ত্বেও কেন একমাত্র ছাত্র পরিষদের কার্যকলাপ চলবে ছাত্র সংসদ অফিসে। কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ওদের থাকলে,আমাদের সংগঠনের পতাকা,ফেস্টুন থাকবে। এর জেরে গণ্ডগোল ছড়ায় কলেজ অভ্যন্তরে।বেলদা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয় । শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংসদ অফিসে তালা ঝোলাতে বাধ্য হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজ অভ্যন্তরে মিছিল ও শ্লোগান চলতে থাকে এবিভিপি ও টিএমসিপির। এতে ক্লাস আংশিক ব্যহত হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ মোতায়েন রাখতে হয় কলেজ চত্বরে । [

অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন স্পিকার আত্মঘাতী শোকস্তব্ধ জগনমোহন

হায়দরাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অন্ধ্র প্রদেশের প্রাক্তন স্পিকার কোডেলা শিবপ্রসাদ রাও-এর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি। প্রাক্তন স্পিকারের পরিবার এবং সুহৃদদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি জানান, 'কোডেলা শিবপ্রসাদ রাও-এর প্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ। তাঁর পরিবার ও পরিজনের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।'

হায়দরাবাদে নিজের বাসভবনেই সোমবার ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। দেহ উদ্ধার করে হায়দরাবাদের বাসাবতারকাম ইন্দো আমেরিকান ক্যান্সার হাসপাতাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তিনি ছয়বারের বিধায়ক ছিলেন এবং ২০১৯ সালেই তিনি নির্বাচনে পরাজিত হন। রাওয়ের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিধানসভা থেকে এক কোটি টাকা মূল্যের আসবাব গুন্টুরে নিজের অফিস এবং বাসভবনে সরিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে শাহ-দোভাল বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন, যেখানে দেশে প্রবেশের জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরে লঞ্চ প্যাডে প্রায় ২৩০ জন সন্ত্রাসীর অপেক্ষা করার খবর প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব রাজীব গৌবা এই দুই ঘন্টার দীর্ঘ বৈঠকের সময়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জম্মু ও কাশ্মীরের সুরক্ষা পরিস্থিতি, বিশেষত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ বিবরণ উপস্থাপন করেছেন।

এক নিরাপত্তা আধিকারিক জানিয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সীমান্ত অঞ্চলের পাশাপাশি উপত্যকায় শান্তি বজায় রাখার জন্য নেওয়া পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। দেশে প্রবেশের জন্য পাক অধিকৃত কাশ্মীরে লঞ্চ প্যাডে প্রায় ২৩০ জন সন্ত্রাসী অপেক্ষমান রয়েছে এমন খবর প্রকাশ্যে আসতেই এদিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কাশ্মীর উপত্যকায় কর্মরত ১৫ কোরের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে জে এস ধীলন সম্প্রতি জানান, 'সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়েছে। পি.ও.কে.-এর লঞ্চপ্যাডগুলি এলইটি, জেইএম, হিজবুল এবং আল বদর প্রায়শই পাকিস্তানের পোস্টে আসে। প্রতিদিন গোলাগুলি চলে। পুঞ্চ, রাজৌরি ও জম্মু সেক্টরেও অনুপ্রবেশের চেষ্টা করা হয়েছে।'

মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে গ্রহণযোগ্য নয় হিন্দি, বলেছে অসম সাহিত্য সভা

গুয়াহাটি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'এক দেশ, এক ভাষা প্রযোজ্য হতে পারে না। ভাষাগত একত্রীকরণের বিরোধিতা আমরা করছি।' বলেছেন অসম সাহিত্য সভার সভাপতি পরমানন্দ রাজবংশী। বহুভাষিক ভারতকে একত্রিত করতে হিন্দি 'রাষ্ট্র ভাষা' হওয়া উচিত বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তার বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিভিন্ন দল-সংগঠন-ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। ইতিমধ্যে অ-হিন্দীপ্রধান রাজ্য তামিলনাডু, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে অমিত শাহের বক্তব্যের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। এ থেকে বাদ যায়নি অসমও। অসমেত

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।